বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-২০১৫

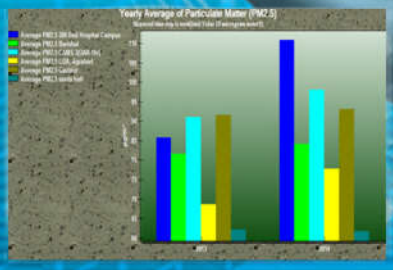

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-২০১৫

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশক
পরিবেশ অধিদপ্তর

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৫

উপদেষ্টা
মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল
মহাপরিচালক

প্রধান সম্পাদক
মো: শাহাদৎ হোসেন
পরিচালক(প্রশাসন)

সম্পাদক
মো: আবুল কালাম আজাদ
প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী

সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য
১। ড. মু. সোহরাব আলী
উপ-পরিচালক
২। ফরিদ আহমেদ
উপ-পরিচালক
৩। মো: জিয়াউল হক
উপ-পরিচালক
৪। রাজিনারা বেগম
উপ-পরিচালক
৫। মাসুদ ইকবাল মো: শামীম
উপ-পরিচালক
৬। মো: মোজাহিদুর রহমান
সহকারী পরিচালক

আলোকচিত্র
সমর কৃষ্ণ দাস

কম্পিউটার কম্পোজ
মো: মোতালেব হোসেন

সূচিপত্র

মাননীয় মন্ত্রীর বাণী	(i)
মাননীয় উপ-মন্ত্রীর বাণী	(ii)
সচিব মহোদয়ের বাণী	(iii)
মহাপরিচালক মহোদয়ের বাণী	(iv)
সম্পাদকীয়	(v)
ভূমিকা	১
ভিশন	২
মিশন	২
পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যাবলী	২-৩
পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল	৩
পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগাঠনিক কাঠামো	৪
বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রমঃ	
ইট ভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ	৫
আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটায় রুপান্তর	৫
বিভাগ ভিত্তিক ইটভাটার হালনাগাদ তথ্যাদি	৬
ইটভাটায় এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম	৬
গণসচেতনতা সৃষ্টি	৭
আইন সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়ন	৭
যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ	৭
যানবাহনের ক্ষতিকর ধোঁয়া নিঃসরণ মনিটরিং সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবরণী	৮
জনসচেতনতা কার্যক্রম	৮
বায়ু দূষণ মনিটরিং	৯-১১
বায়ুদূষণ রোধকল্পে গৃহীত প্রকল্পসমূহ	১১
জ্বালানী সাশ্রয়ী(বন্ধু চুলা) গ্রামীণ চুলার প্রচলন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন উদ্যোগ	১২
পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	১২-১৪
পানি গুণগত মান পরিবীক্ষণ	১৪-১৪
জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১৫-১৭
পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনেতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রমঃ	
বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ উদযাপন	১৮
জাতীয় পরিবেশ পদক- ২০১৫	১৮
জাতীয় পরিবেশ মেলা- ২০১৫ আয়োজন	১৯
শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও ছাড়পত্র প্রদান	১৯
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ (এনফোর্সমেন্ট) কার্যক্রম	২০
পরিবেশগত বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম	২১
প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম গৃহীত কার্যক্রম	২১-২২
পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায়(ECAs) গৃহীত কার্যক্রম	২৩-২৪
মানবসম্পদ উন্নয়ন	২৪
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	২৪-২৫

রাজস্ব কার্যক্রম	২৫
ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন	২৬
আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম:	২৬
পরিবেশ বিষয়ক মামলা ও রীট মামলা	২৭
প্রচার ও প্রকাশনা:	২৭
টিভি স্পট/স্ক্রল সম্প্রচার	২৭
বিজ্ঞপ্তি/গণবিজ্ঞপ্তি	২৭
ওজোন স্তর সংরক্ষণ ও মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	২৮
ওজোনস্তর সংরক্ষণ সংক্রান্ত ২০১৩- ২০১৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যক্রম	২৮-২৯
পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৩০
ভবিষ্যত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা:	
স্বল্প মেয়াদে (৬ মাসের মধ্যে) সমাপ্য পরিবেশ অধিদপ্তরের অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা	৩১-৩২
মধ্য মেয়াদে (১ বছরের মধ্যে) সমাপ্য পরিবেশ অধিদপ্তরের অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা	৩২-৩৩
দীর্ঘ মেয়াদে (৩ বছরের মধ্যে) সমাপ্য পরিবেশ অধিদপ্তরের অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা	৩৩-৩৪
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন	৩৫
এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহ	
নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (কেস) প্রকল্প (বিনিয়োগ প্রকল্প)	৩৫-৩৮
আপডেটিং এন্ড মেইনস্ট্রিমিং অব্ ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান ফর বাংলাদেশ (এনবিস্যাপ)- (কারিগরি প্রকল্প)	৩৮
বাংলাদেশ: রিভিশন এন্ড এ্যালাইনমেন্ট অব ন্যাশনাল এ্যাকশন প্রোগ্রাম (এনএপি) উইথ ইউএনসিসিডি ১০- ইয়ারস্ স্ট্র্যাট্রেজি প্লান এন্ড ফ্রেমওয়াক প্রকল্প	৩৮-৩৯
বাংলাদেশ ব্রিক কিলন্স এফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (সাপোর্টিং ব্রিক সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, এডিবি টিএ-৮১৯৭ বান)	৩৯
ইমপ্লিমেন্টেশন অব্ দি ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক (আইএনবিএফ)	৩৯
ইমপ্লিমেনটেশন অব এইচসিএফসি ফেজ- আউট ম্যানেজমেট প্ল্যান (স্টেজ-১)	৪০-৪১
বাংলাদেশ : থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (টিএনসি) টু দি ইউএনএফসিসিসি	৪১-৪২
প্রিপারেশন অব ফুল সাইজ প্রজেক্ট ডকুমেন্ট অন ইকো-সিস্টেম বেইজড এ্যাপ্রোচেস টু এডাপটেশন (ইবিএ) ইন দি ড্রাউট-প্রণ বারিন্দ ট্র্যাক্ট এন্ড হাওর ওয়েটল্যান্ড এ্যারিয়া" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প	৪২
রিনিউয়াল অব ইনষ্টিটিউশনাল ষ্টেনদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওজোন ডিপ্লেটিং সাবস্টেন্সেস (ফেজ-৭) প্রকল্প	৪২-৪৩
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডভূক্ত প্রকল্প:	
গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্রগ্রাম শহরে বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন (ফেজ-১) প্রকল্প	৪৪
সমগ্র বাংলাদেশের শহরগুলোর (পৌরসভা/মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর) জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে "প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম" শীর্ষক প্রকল্প	৪৪-৪৬
কমিউনিটি বেইসড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়াস থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন অ্যান্ড সোশাল প্রটেকশন প্রজেক্ট (সিবিএ-ইসিএ প্রকল্প)	৪৬-৫২
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় গবেষণাগারের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	৫৩
জলাবদ্ধতা নিরসন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পলিথিনজাত মোড়ক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৫৩

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ বহুবিধ পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলাপূর্বক এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে মধ্যম আয়ের দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারকে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাথে যে সকল পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়; এ গুলোর মধ্যে পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, মাটি দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, পাহাড় কাটা, জলাধার ভরাট, শিল্প বর্জ্য, বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য, চিকিৎসা ও গৃহস্থালীর বর্জ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিবেশগত এ সকল সমস্যা উত্তরণপূর্বক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেক্সই ও পরিবেশসম্মত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারের গৃহীত এ সকল কার্যক্রম জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

বর্তমান সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টি বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্তকরণসহ দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং যুগোপযোগীকরণ করে দেশের পরিবেশ রক্ষায় আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করাসহ প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন করছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদন হতে দেশের অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং দেশের জনসাধারণ ও নাগরিক সমাজ পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হবে এবং এ সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে বলে আশা করি।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ,এমপি

উপমন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার হার দিন দিন বেড়েই চলেছে সেই সাথে বেড়ে চলেছে মানুষের দৈনন্দিন জিনিসপত্রের চাহিদা। মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরণের শিল্প কারখানাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। এতে করে পরিবেশের ভারসাম্য দিন দিন হুমকীর সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে অনেক। মানুষের মৌলিক চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ উজাড় করে ফেলছি। এভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র্যসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রমাগত সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। পরিলক্ষিত হচ্ছে তাপমাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন, আবহাওয়ার চরম অবস্থা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টিসহ জলবায়ু পরিবর্তনের নানাবিধ প্রভাব।

২০০০ সনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ একই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মিলিতভাবে কাজ করার ইচ্ছা পুনর্ব্যক্ত করেছিল। এ লক্ষ্যে প্রতিবেশ ও পরিবেশের সুরক্ষাসহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উন্নত দেশসমূহ হতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রত্যাশা প্রাপ্তিতে এখনও রয়েছে অনেকখানি ব্যবধান। এ প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বর্তমান সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে অত্যন্ত আন্তরিক। সরকার তার চলতি মেয়াদের নির্বাচনী ইশতেহারে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে সরকার বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকরী ভুমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫ এ দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সাফল্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠে জনসাধারণ পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারের প্রচেষ্টার একটি চিত্র নিদর্শন পাবে বলে আশা করা যায়।

দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নে ২০১৪- ২০১৫ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫ প্রকাশকে আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

আমি পরিবেশ অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব)
উপমন্ত্রী

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নে নিয়োজিত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক আকার ছোট হলেও ইহার কার্যক্রমের পরিধি দেশের পরিসীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিস্তৃত। পরিবেশ অধিদপ্তর ২০১৪ - ২০১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রম ও সাফল্যের তথ্য চিত্র নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের বায়ু দূষণ ও পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ওজোন স্তর সুরক্ষায় আইন ও বিধি বিধান প্রয়োগের পাশাপাশি দেশের জনসাধারণকে এ সকল বিষয়ে সচেতন করার কার্যক্রম গ্রহণ করছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এ সকল উদ্যোগের কারণে জনসাধারণকে পরিবেশ সংরক্ষণে আরো বেশী উদ্যোগী হতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে দেশে বায়ু, পানি ও মাটি দূষণের মাত্রা অনেকাংশে কমে এসেছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ফলে বৈশ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অভাবনীয় অবদান রেখেছে। ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধে সরকার ১ জানুয়ারি ২০১০ হতে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (সিএফসি), কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড (সিটিসি), মিথাইল ব্রোমাইড, মিথাইল ক্লোরোফরম (এমসিএফ) এবং হ্যালন ১০০% ফেইজ আউট নিশ্চিত করেছে। এ জন্য মন্ট্রিল প্রটোকল সচিবালয় বাংলাদেশের অনন্য সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১২ সালে একটি সনদপত্র প্রদান করে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫ হতে দেশের পরিবেশ প্রেমিক জনসাধারণ ও গবেষক পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং দেশে বিভিন্ন দূষণের মাত্রা সম্পর্কে তথ্য লাভ করবেন যা পরিবেশ অধিদপ্তরের সুনাম ও জনগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা পোষণ করি।

(ডঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ)
সচিব

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বাণী

অপরিকল্পিত নগরায়ন, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের অবক্ষয়ের ফলে পৃথিবী নামক গ্রহের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বহুল আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। মানুষ তার জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য দ্রব্য-সামগ্রী প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) থেকে গ্রহণ করে থাকে। দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা ও মানুষের বিলাসী জীবনের চাহিদা পূরণ করতে প্রতিনিয়ত চাপ পড়ছে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর, ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পরিবেশ এবং সংকটাপন্ন হচ্ছে প্রতিবেশগত ভারসাম্য। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন, পানি দূষণ, বায়ু দূষণ, বিপদজনক বর্জ্য ও শব্দ দূষণ ছাড়াও দেশে নির্ধারিত মাত্রার বনজ সম্পদের স্বল্পতাজনিত নানাবিধ পরিবেশগত সমস্যায় জর্জরিত। অপরিমিত রাসায়নিকের ব্যবহারে উর্বরতা হারাচ্ছে জমি, ভূগর্ভের পানি উত্তোলনে শূন্য হচ্ছে জলস্তর। মানুষের অপরিনামদর্শী উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে বিলীন হয়ে যাচ্ছে নদী, জলাশয়, খাল, বিল ও ঝর্ণাধারা এবং প্রকৃতি হারিয়ে ফেলছে তার ভরসাম্য। ফলে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে দেশ এবং বাধাগ্রস্থ হচ্ছে উন্নয়ন কার্যক্রমে গতিধারা।

দেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। পরিবেশ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিধারাকে টেকসই করতে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর অধিক যত্নশীল হতে হবে। অন্যথায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারাকে সমুন্নত রাখা কঠিন হবে। বর্তমান সরকার ভিশন ২০২১ এর আলোকে দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষা ও উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০১৪-২০১৫ সালে অর্থনৈতিক, সামাজিকসহ পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নে বেশ কিছু সাফল্য অর্জিত হয়। পরিবেশ সুরক্ষায় সরকারের কিছু উদ্যোগ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫ এ পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটেছে। প্রতিবেদনটি দেশের পরিবেশবিদ, গবেষক, শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের জনগণের জন্য একটি তথ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রতিবেদনটি প্রকাশের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল)
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সম্পাদকীয়

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশে নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ফলে দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকারকে নানাবিধ পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। সরকার অর্থনৈতিক গতিধারাকে টেক্সই করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের উপর সমধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইন প্রয়োগের সাথে সাথে জনসাধারণকে পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করণের নানা কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এ সকল কার্যক্রম আন্তর্জাতিক সংস্থা, দেশের সুশীল সমাজ ও মিডিয়া কর্তৃক বিভিন্ন ভাবে প্রসংশিত হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতার একটি অন্যতম মাধ্যম। বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক কার্যক্রম ও সাফল্যের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪ - ২০১৫ এ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত ২০১৪ - ২০১৫ অর্থ বছরের কার্যক্রম ও সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনটি হতে পাঠকগণ পরিবেশ অধিদপ্তরের ভিশন, মিশন ও কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করবেন। প্রতিবেদনটি প্রকাশের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর জনসাধারণের নিকট ইহার জবাবদিহিতার একটি বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছে। প্রতিবেদন হতে জনসাধারণ পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ইহাতে প্রদত্ত পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মান সম্পর্কিত তথ্য হতে গবেষকগণ ও উপকৃত হবেন

বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা- খাদ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, যোগাযোগসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ তথা উন্নয়নের গতিধারায় প্রতিনিয়ত ভূমি, পানিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়ছে। বন-বৃক্ষাদি নিধন, পাহাড় কর্তন, জলাভূমিভরাট, নদীর নাব্যতা হ্রাস, কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার, মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি ক্ষয়, ভূগর্ভস্থ জলস্তরের অবনমন, যত্র-তত্র বর্জ্য ফেলা এবং সর্বোপরি অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে বাংলাদেশের প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র্য ক্রমাগত বিপন্ন হচ্ছে। অন্যান্য সরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, জনপ্রতিনিধি, এনজিও, প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধি, পরিবেশবাদী সংগঠন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে মানবসত্তা ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করে বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার প্রচেষ্টার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর অঙ্গীকারাবদ্ধ।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপ-মন্ত্রী সম্মানিত সচিব এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ও পরিবেশ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনের তাৎপর্য তুলে ধরে মূল্যবান বাণী প্রদান করেছেন। তাঁদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও প্রদানকৃত তথ্য ও লেখায় প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সম্পাদনা পরিষদের সকল কর্মকর্তার নিকট যাদের প্রচেষ্টা ছাড়া এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল।

(মো: শাহাদৎ হোসেন)
পরিচালক

ভূমিকা

নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। কিন্তু এর উপজাত হিসেবে পরিবেশ দূষণ অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। শিল্প বিপ্লব মানুষের জীবন যাত্রাকে সহজ করেছে। শিল্প বিপ্লবের পর হতে মানুষ তার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা সামগ্রী অধিকতর কম পরিশ্রমে অর্জন করতে শুরু করে। অপরদিকে শিল্প বিপ্লবের পর হতে পরিবেশ দূষণও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পরিবেশ দূষণের বিষয়টি বিভিন্ন গবেষক ও বিজ্ঞানীগণ নিজ নিজ গবেষণা ও লিখনির মাধ্যমে তুলে ধরলেও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ শুরু হয় ১৯৭২ সাল হতে। জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয় United Nations Conference on the Human Environmet. সম্মেলনে শিল্পায়নের কারণে যে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নিরসনের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সম্মেলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমের যাত্রা শুরু এবং United Nations Environment Program (UNEP) সৃষ্টি।

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের পাশাপাশি বাংলাদেশেও কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৩ সালে। তখন পরিবেশ দূষণের প্রধান বিষয় ছিল পানি দূষণ। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার **পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৭৩** জারিপূর্বক দেশে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে। পরবর্তীতে সরকার ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দূষণ অধ্যাদেশ জারী করে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেলের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্যের নেতৃত্বে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হয়। সরকার ১৯৮৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নামে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে পরিবেশ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো বিভাগীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল এবং জনবল ছিল মাত্র ১৭৩জন। পরবর্তীতে সরকার ২০০৯ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠোমো ২১ টি জেলায় সম্প্রসারণ করে এবং জনবল ৭২০ জনে উন্নীত করে।

দেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। মূলত পরিবেশ অধিদপ্তর একটি পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। কাজের ধরন অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। এ-গুলো হল: দূষণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর বাস্তবায়ন; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ; জীবনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; ও পরিবেশ সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

বর্তমান সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে অত্যন্ত আন্তরিক। তাই সরকার সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে ১৮(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছে। উক্ত অনুচ্ছেদ মোতাবেক রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং জীববৈচিত্র্য জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির নিরাপত্তা বিধান করবে। শুধু তাই নয় সরকার তার চলতি মেয়াদের নির্বাচনী ইশতেহারে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে সরকার বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকরী ভুমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নে ২০১৪- ২০১৫ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কার্যসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যসমূহের বর্ণনা বার্ষিক প্রতিবেদনে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. ভিশন ও মিশন

ভিশন ঃ ২০২১ সালের মধ্যে দূষণমুক্ত বসবাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর ও মডেল বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

মিশনঃ বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে -

- ✓ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা।
- ✓ পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের যথাযথ প্রয়োগ।
- ✓ পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
- ✓ টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সুশাসন নিশ্চিত করা।
- ✓ উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- ✓ "গ্রিন গ্রোথকে" উৎসাহিত করা।

পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যাবলী :

পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ঃ

- শিল্প প্রতিষ্ঠানের দূষণ জরীপ, দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ/বাধ্য করা এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পরিবেশ দূষণকারীদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক আদায় করা ;
- নতুন স্থাপিতব্য বা বিদ্যমান শিল্প কারখানার/প্রকল্পের আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান;
- সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং ইআইএ সম্পন্ন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা, নির্বিচারে পাহাড় কর্তন রোধ, যানবাহন জরিপ এবং দূষণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- বায়ু ও পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ, গবেষণাগারে বায়ু, পানি ও তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণ;
- দেশের বিভিন্ন এলাকার পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগতমান নির্ণয়ের জন্য নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ডাটা সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রোটোকলের দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ; ওজনস্তর সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সহায়তায় স্থানীয়ভাবে কার্যক্রম গ্রহণ, গণসচেতনতা ও স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস পালন ;
- পরিবেশ সংক্রান্ত গ্রীণ/ক্লিন টেকনোলজি উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগপূর্বক টেকনোলজি প্রচলনের জন্য পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে টেকনোলজি ট্রান্সফার এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ;

- বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের আমদানি, পরিবহন, ব্যবহার, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ;
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ;
- পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ বিষয়ক তথ্য সকলের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন;
- সময় সময়ে পরিবেশগত অবস্থানচিত্র প্রণয়ন (State of Environment Report) ও বিতরণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক/সাংস্কৃতিক/অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা;
- পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প এবং গবেষণাকর্ম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাতকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প/উদ্যোগ পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরিবেশগত মতামত প্রদান;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সক্ষমতা তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, ইত্যাদি আয়োজন ;
- দেশের প্রায় সকল মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবলঃ

বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদিত জনবলের মোট সংখ্যা ৭২০ জন। এর মধ্যে নিয়োগকৃত জনবল ৪৩৩ জন। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরে ১ম, ২য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে যথাক্রমে ৬, ৮ ও ৪ জন কর্মচারী/কর্মকর্তা নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এর মধ্যে ১ম শ্রেণীর সহকারী পরিচালক(কারিগরী) পদে ৪ জন, সিনিয়র কেমিস্ট ১ জন, রিসার্চ অফিসার ১ জন কর্মকর্তা যোগদান করেন। ২য় শ্রেণীতে পরিদর্শক পদেই ৮ জন কর্মকর্তা যোগদান করেন। বর্ণিত সময়ে ৩য় শ্রেণীতে ৪ জন গাড়িচালক পদে নিয়োগ পেয়েছেন। ৪র্থ শ্রেণীর কোন কর্মচারী নিয়োগ করা হয় নি। উক্ত সময়ে ৭ জন কর্মচারী ৩য় শ্রেণীর পদে উন্নীত হয়েছেন।

টেবিল-১ঃ পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদের বিবরণী	২০১২ - ২০১৩ সময়ে নিয়োগকৃত জনবল।	২০১৩-২০১৪ সময়ে নিয়োগকৃত জনবল।	২০১৪-২০১৫ সময়ে নিয়োগকৃত জনবল।	মন্তব্য
১।	১ম শ্রেণী	২০৫	১১৩	৯২	২৫	১২	৬	
২।	২য় শ্রেণী	১২৫	৫৪	৭১	৩৭	০৭	৮	
৩।	৩য় শ্রেণী	২৬৮	১৬০	১০৮	৫০	-	৪	
৪।	৪র্থ শ্রেণী(আউটসোর্সিংসহ)	১২২	১০৬	১৬	০১	১	-	
৫।	মোট	৭২০	৪৩৩	২৮৭	১১৩	২০	১৮	

পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগাঠনিক কাঠামো

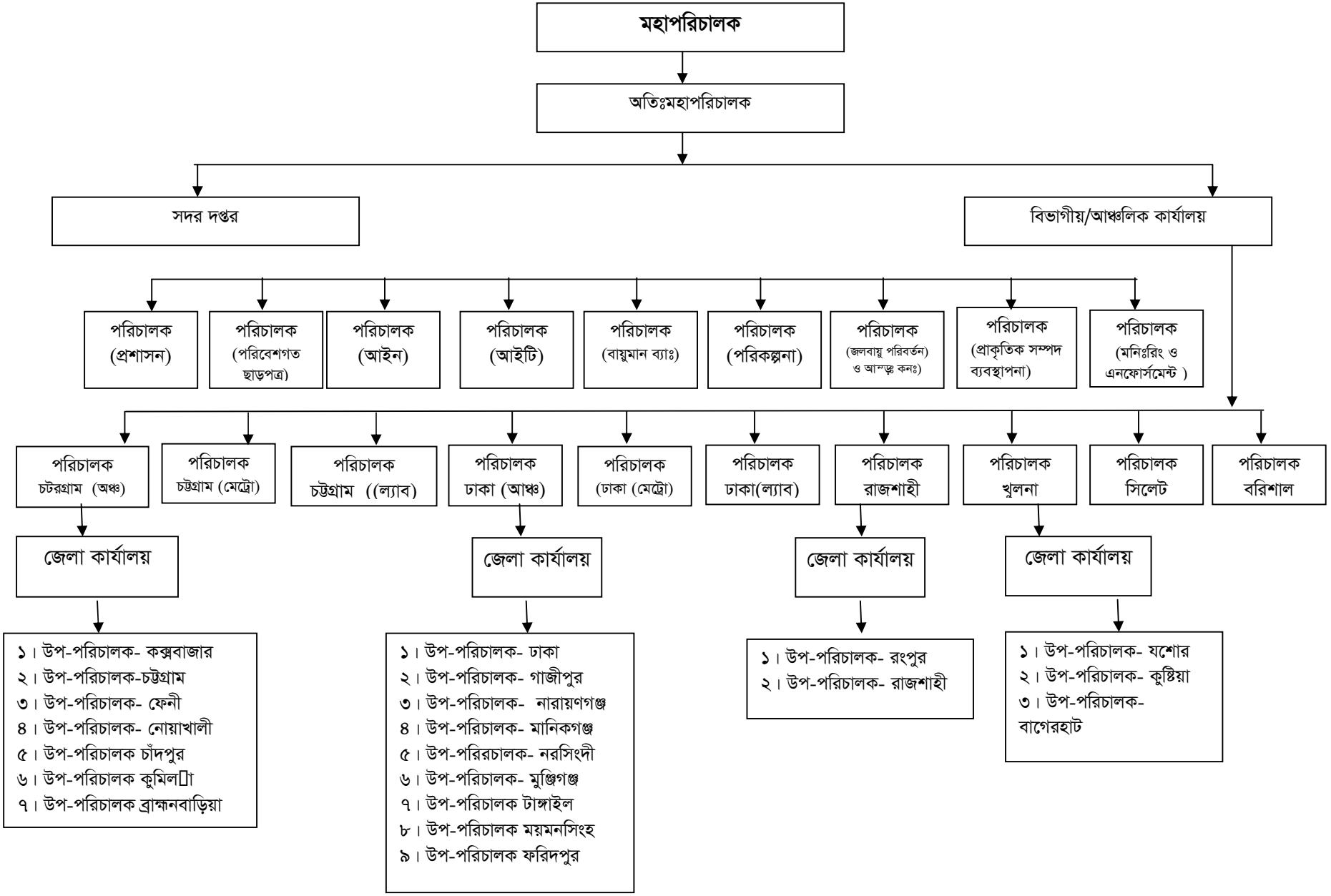

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রমঃ

বায়ুদূষণ বাংলাদেশের অন্যতম পরিবেশগত সমস্যা। বায়ুদূষণ জনিত পরিবেশগত সমস্যা নিরসনে সরকার নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ঃ

১. ইট ভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণঃ

ক) ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর প্রয়োগ

বায়ু দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ইট ভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ। ইটভাটা থেকে দূষণ কমানোর লক্ষ্যে পুরাতন পদ্ধতির ইট-ভাটার পরিবর্তে জ্বালানী সাশ্রয়ী ও আধুনিক প্রযুক্তির পরিবেশ-বান্ধব ইটভাটা স্থাপনের লক্ষ্যে "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩" প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনটি গত ০১ জুলাই ২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর করার প্রজ্ঞাপন জারী হয়েছে। এ আইনে বর্তমানে সনাতন প্রযুক্তির ১২০ফুট চিমনীবিশিষ্ট ইটভাটাসমূহে ইট উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে সনাতন পদ্ধতির ইটভাটাসমূহকে হাইব্রিড হফম্যান কিল্ন্ (Hybrid Hoffman Kiln), জিগজ্যাগ কিল্ন (Zigzag Kiln), ভার্টিক্যাল স্যাফ্ট ব্রিক কিল্ন্ (Vertical Shaft Brick Kiln), টানেল কিল্ন্ (Tunnel Kiln) বা পরীক্ষিত অন্য কোন উন্নত পরিবেশসম্মত এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে রুপান্তর করে ইট পোড়ানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। উক্ত আইনের ৬- ধারা অনুযায়ী ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে যে কোন উদ্ভিদজাত জ্বালানীর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইট পোড়ানোর কাজে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, অ্যাশ,মারকারি বা অনুরূপ উপাদান সম্বলিত কয়লা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।এবং ৫-ধারা মোতাবেক পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের সীমার ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে কোন ইটভাটা স্থাপন করা যাইবে না ।

চিত্র ১:সরকার উল্লিখিত বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির পরিবেশবান্ধব ইটভাটাকে উৎসাহিত করছে।

খ) আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটায় রূপান্তরঃ

ইতোমধ্যে দেশে ৩৪৭৪ টি ইটভাটা আধুনিক প্রযুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এ যাবৎ ৪৯.৮৪% ভাগ ইটভাটা পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এইসকল ইটভাটাকে ৩০জুন ২০১৪খিঃ হতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে রুপান্তরের কার্যক্রম অব্যাহত আছে ।

টেবিল-২ : বিভাগ ভিত্তিক ইটভাটার হালনাগাদ তথ্যাদি (আগস্ট-২০১৫ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	ইটভাটার সংখ্যা	পরিবেশগত ছাড়পত্র		ফিক্সড চিমনী (৮০-১২০ফুট)	জিগজ্যাগ/ উন্নত জিগজ্যাগ	হাইব্রিড হফম্যান	অটোমেটিক /ট্যানেল কিলন	উন্নত অন্যান্য প্রযুক্তি	উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের সংখ্যা
			আছে	নাই						
১.	বরিশাল	৩১০	২৩০	৬৮	১৩৪	১৭৪	২	০	০	১৭৬
২.	চট্টগ্রাম	১৪৩১	৮৮৪	৫৪৭	৬৯৪	৬৯৩	১৩	২	০	৭০৮
৩.	সিলেট	২৬৫	২৫৮	৭	১৩৯	১২৫	১		০	১২৬
৪.	ঢাকা	২৫৯৮	১৯২৯	৬৬৯	১৩৫৫	১১৮৫	৩৮	৩৩	২	১২৫৮
৫.	খুলনা	৮০৩	৪৬৭	৩৩৬	৩৯১	৪০৭	২	৩	০	৪১২
৬.	রাজশাহী	১৫২০	১২৩৪	২৮৪	৭২৭	৭৭৯	১৫	০	০	৭৯৪
	মোট =	৬৯২৭	৫০০২	১৯১১	৩৪৪০	৩৩৬৩	৭১	৩৮	২	৩৪৭৪

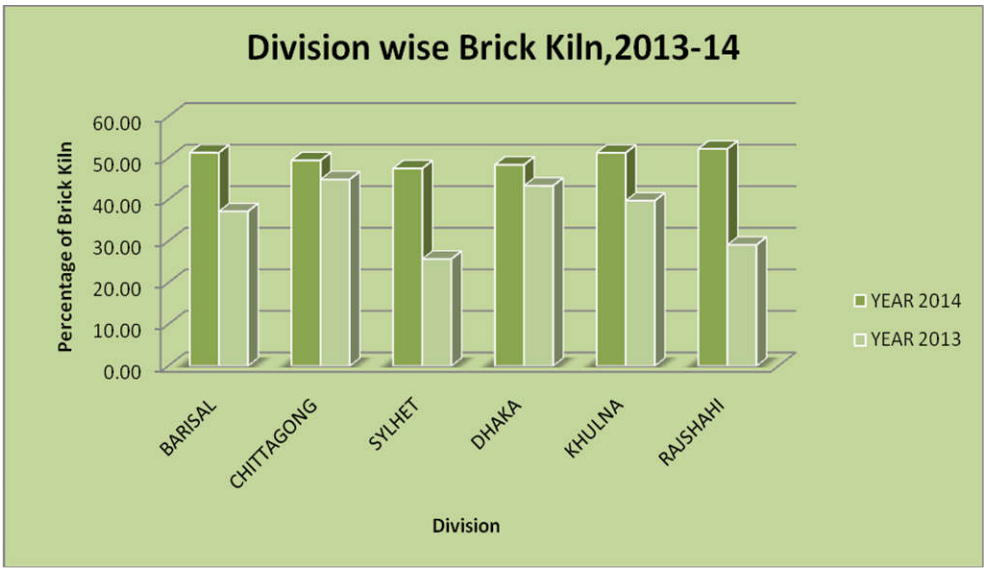

চিত্র-২: আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটার তুলনামূলক চিত্র ২০১৩-২০১৪

গ) ইটভাটায় এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম:

ইটভাটা সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং চলতি অর্থ-বছরের আগষ্ট/১৫ মাস পর্যন্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়ন না থাকায় মোট ১১২ (একশত বার) টি ইটভাটা/মালিককে আইনের আওতায় এনে ১.২৭ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ/জরিমানা ধার্য করা হয়েছে এবং ১.০৪ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ/জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে যে কোন উদ্ভিদজাত জ্বালানীর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই অপরাধে চলতি অর্থ-বছরের আগষ্ট/১৪ মাস পর্যন্ত জ্বালানী কাঠ ব্যবহারের জন্য মোট ১২২ (একশত বাইশ) টি ইটভাটা/মালিককে আইনের আওতায় এনে ১,১৯,৪৮,১০০/- (এক কোটি উনিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশত) টাকা ক্ষতিপূরণ/জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসক এবং বন বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় ইটভাটায় জ্বালানী কাঠ ব্যবহার বন্ধে অত্র দপ্তরের আইনানুগ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ঘ) গণসচেতনতা সৃষ্টি

- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১১ মে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩" এর সঠিক প্রয়োগ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় সভার অনুষ্ঠিত হয়। "বায়ুদূষণ এবং এ সম্পর্কে করণীয়" বিষয়ক সভা বিগত ১১ মে, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ–এর সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্তসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

- "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩" আইন মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ভাটা মালিক সমিতি, সাংবাদিক, এনজিও কর্মী, সুশীল সমাজ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।এ প্রেক্ষিতে নতুন প্রযুক্তির বিষয়ে ইটভাটার মালিকদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ইটভাটার মালিকদের নিয়ে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।এছাড়া বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইটভাটা মালিক সমিতিসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহাল্ডারদের উপস্থিতিতে আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ঙ) আইন সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়ন

- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ এর প্রয়োজনীয় ধারা সংশোধনী/শিথিল করার জন্য ১৬/০৭/২০১৫ তারিখে ২২.০২.০০০০.০২৬.৭১.২০১২.১৪৯ ,০৬/০৮/২০১৫ তারিখে ২২.০২.০০০০.০২৬.১৬.২৮(১).২০১৫.১৭৫ ও ৩১/০৮/২০১৫ তারিখে ২২.০২.০০০০.০২৬.৭১.২০১২.১৯৫ সংখ্যক স্মারক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১০/০৮/২০১৫ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব-এর সভাপতিত্বে উক্ত আইনের সংশোধনীর উপরে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ এর আলোকে খসড়া বিধিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে যা শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে।

২.যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রনঃ

যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বিষয়ক কার্যক্রমকে জোরদার করা হয়েছে। ডিজেল চালিত পুরাতন মোটরযান বস্তুকণা নিঃসরণের (Particulate Matter) আরেকটি প্রধান উৎস। যানবাহন সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে গাড়ীর ধোঁয়া পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং অধিক দূষণ সৃষ্টিকারী গাড়ীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন লোকেশনে চলতি অর্থ-বছরের ২০১৪-২০১৫ চলতি বছরের আগষ্ট সময়ে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত মোট ৬০০ টির অধিক মোটরবাইক, কার, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, বাস, ট্রাক, মিনিট্রাক এবং অটোরিক্সার নিঃসৃত ধোঁয়া পরিবীক্ষণ, ফলাফল বিশ্লেষণ ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র-৩:পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচালিত যানবাহন নিঃসরিত কালোধোঁয়ার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম

যানবাহনের ক্ষতিকর ধোঁয়া নিঃসরণ মনিটরিং সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবরণী (২০১৪-২০১৫):

টেবিল-৩: অভিযান পরিচালনার স্থানভিত্তিক তথ্য:

স্থান	অভিযান পরিচালনার সংখ্যা	সিএনজিচালিত যানবাহন সংখ্যা	পেট্রল/অক্টেনচালিত যানবাহন সংখ্যা	ডিজেলচালিত যানবাহন সংখ্যা	সর্বমোট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।	৭	১০৫	২৮	৩৫	১৬৮
দারুস সালাম, ঢাকা।	৫	৬১	৮	৩৪	১০৩
বাংলা কলেজ, ঢাকা।	৮	৫৫	৪	৮৭	১৪৬
জোয়ার সাহারা, ঢাকা।	১	১৩	১	৪	১৮
মিরপুর, ঢাকা	৩	৪০	১৭	৩৪	৯১
বনানি	২	১৮	২৬	২৬	৭১
মোট	২৬	২৯২	৮৫	২২০	৫৯৭

টেবিল-৪: পরীক্ষিত গাড়ির ধরণ অনুসারে:

গাড়ির ধরণ	জ্বালানি	পরীক্ষিত গাড়ির সংখ্যা	পাশ	ফেল	মন্তব্য
মটর সাইকেল	পেট্রল/অক্টেন	৭৮	২৭	৫১	ম্যাজিস্ট্রেট/পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক মটরযান অধ্যাদেশ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
অটো রিকশা	সিএনজি	৬৯	৫৭	১২	
	পেট্রল/অক্টেন	১	১	০	
কার, মাইক্রোবাস, জিপ	সিএনজি	৭৪	৬৩	১১	
	পেট্রল/অক্টেন	৬	৬	০	
লেগুনা, রাইডার	সিএনজি	২২	১৫	৭	
	ডিজেল	০৯	০	০৯	
কাভারড ভ্যান, মিনি ট্রাক, মিনি কাভারড ভ্যান, পিক আপ	সিএনজি	৪৬	৩৮	৮	
	ডিজেল	৮৭	৪২	৪৫	
বাস, মিনি বাস	সিএনজি	৮১	৬৩	১৮	
	ডিজেল	১২৪	২৭	৯৭	
মোট		৫৯৭	৩৩৯	২৫৮	

জনসচেতনতা কার্যক্রম:

বায়ুদূষণ বিষয়ে জনগণকে অধিকতর সচেতন করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। **''ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩''**এর আলোকে সর্বমোট ক) পোস্টার ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টি, খ) লিফলেট ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টি, গ) গেজেট ৩,০০০ (তিন হাজার) টি এবং ঘ) গণবিজ্ঞপ্তি ২০,০০০ (বিশ হাজার) টি অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসক, উপজেলা কার্যালয় এবং সকল ইটভাটা মালিক সমিতির নিকট এবং জনসাধারনের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া সারা দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোস্টার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে আইন ও এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত টিভি স্পট প্রচার করা হয়েছে।

৩.বায়ু দূষণ মনিটরিং

- সরকার ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ রোধের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে **নির্মল বায়ু ও টেক্সই পরিবেশ**(Clean Air & Sustainable Environment- CASE)- প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে । প্রকল্পটি ৫ বছর মেয়াদে জুলাই ২০০৯ হতে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের অধীন বায়ু দূষণ মনিটরিং, বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ, গবেষণা এবং এতদ্সংক্রান্ত বিষয়ের অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্ত ঢাকায় ০৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহী ও খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ,সিলেট ও বরিশাল শহরে ১টি করে সারাদেশে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন চালু রয়েছে।

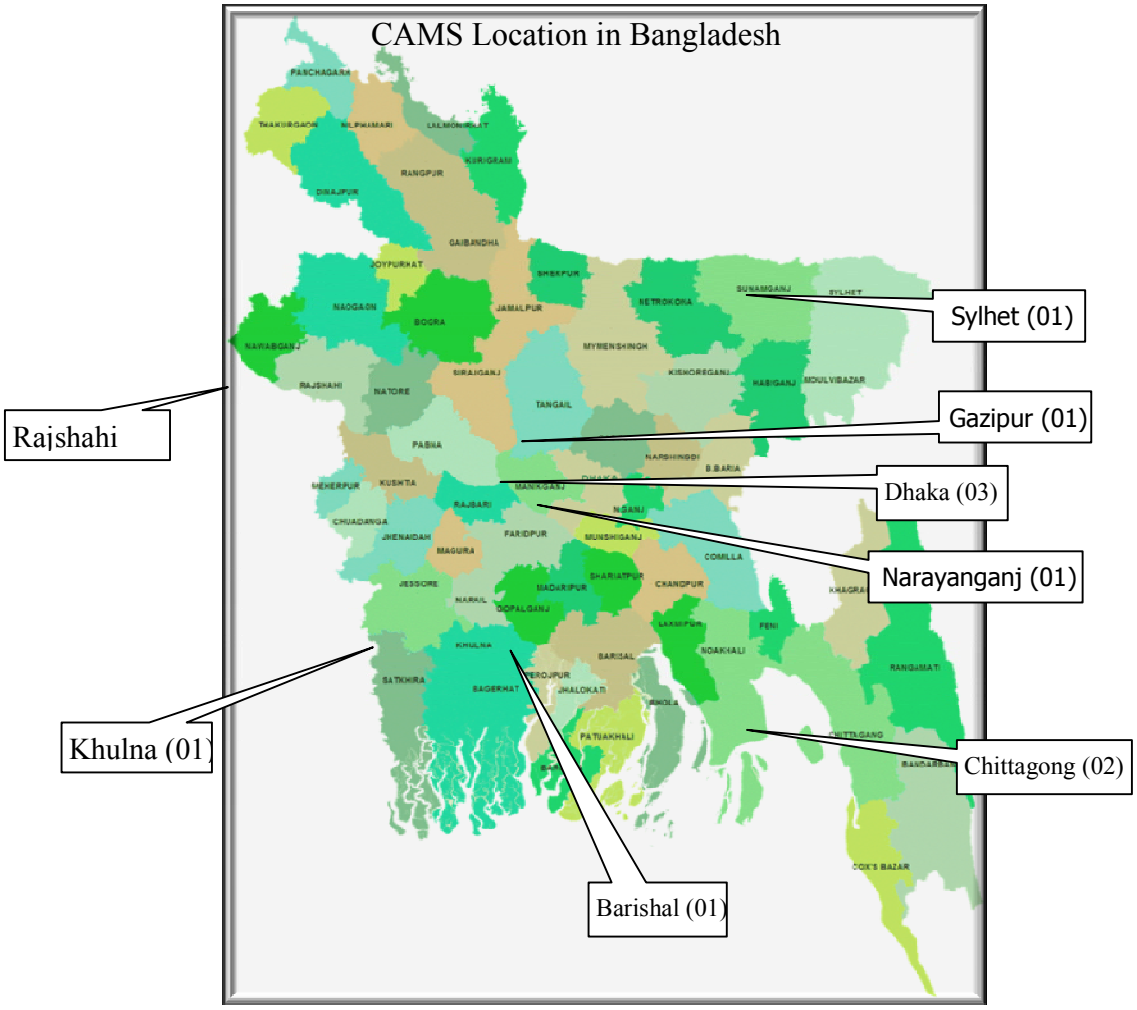

চিত্র-৪ : সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন

- এই সকল স্টেশনের মাধ্যমে উক্ত শহরগুলোতে বায়ুদূষণের উপাদানসমূহের (বস্তুকণা, ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ইত্যাদি) পরিমান সার্বক্ষণিকভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে। বস্তুকণা পরিমাপের আওতায় এসপিএম, পিএম১০, পিএম২.৫ পরীবিক্ষণ ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুর মানের অবস্থা নিরুপন করা সম্ভব হয়।

চিত্র-৫: CAMS স্টেশন

- ২০১৪ সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে বস্তুকণা১০ ও বস্তুকণা২.৫ এর মান বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশী থাকে এবং প্রায়শই নির্ধারিত বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করে। এই অধিক মাত্রার বায়ুদূষণের মূল কারণ হল শুষ্ক মৌসূমে ইটের ভাটা সমূহ চালু হয়, বৃষ্টিপাত কম হয় এবং বাতাসের গতিবেগ কম থাকে এই কারনে রাস্তঘাটেও বস্তুকণার উপস্থিতি প্রচুর পরিমানে লক্ষ করা যায় । কিন্তু বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বায়ুতে বস্তুকণার পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে থাকে।

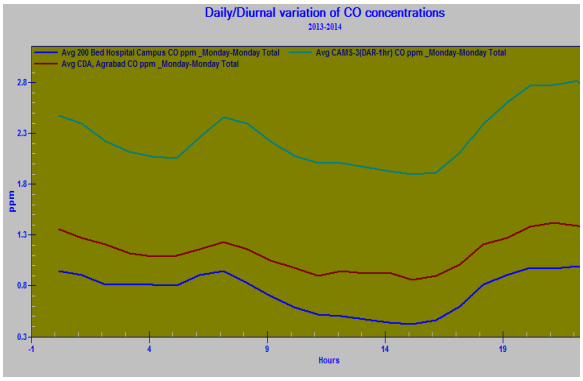

চিত্র-৬ : বিভিন্ন CAMS স্টেশন হতে প্রাপ্ত CO Daily Concentration

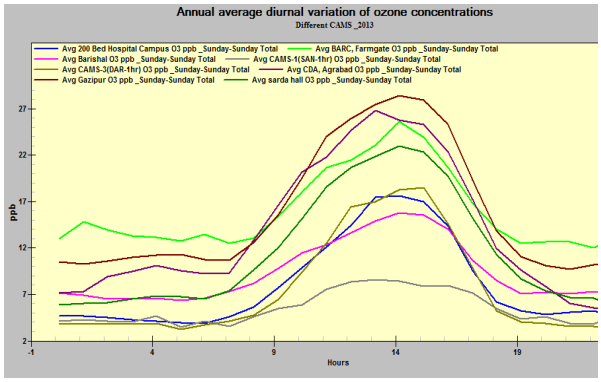

চিত্র-৭: বিভিন্ন CAMS স্টেশন হতে প্রাপ্ত O_3 Daily Concentration

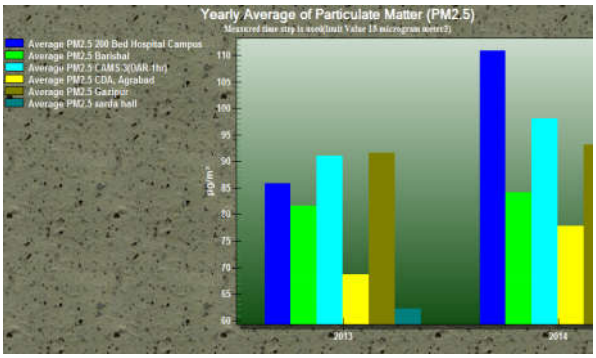

চিত্র-৮ : বিভিন্ন CAMS স্টেশন হতে প্রাপ্ত $PM_{2.5}$ Annual Comparative Concentration(2013, 2014)

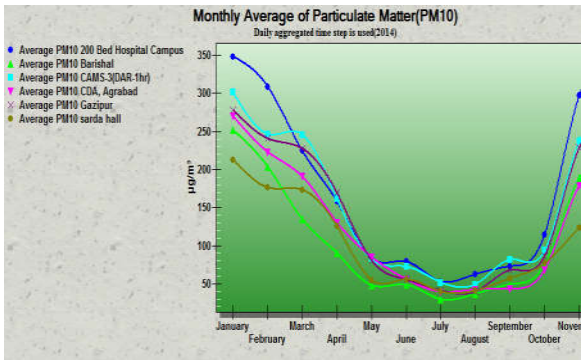

চিত্র-৯: বিভিন্ন CAMS স্টেশন হতে প্রাপ্ত PM_{10} Monthly Concentration

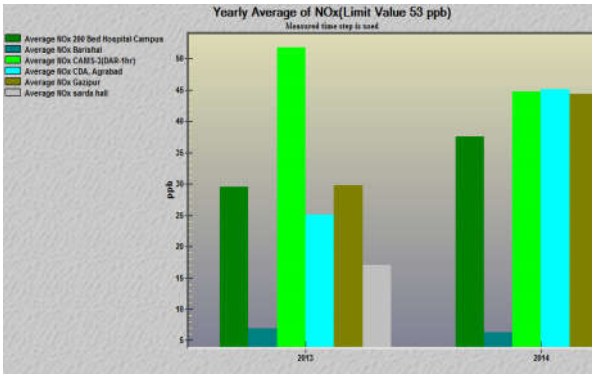

চিত্র-১০: বিভিন্ন CAMS স্টেশন হতে NOx Annual Comparative Concentration(2013, 2014)

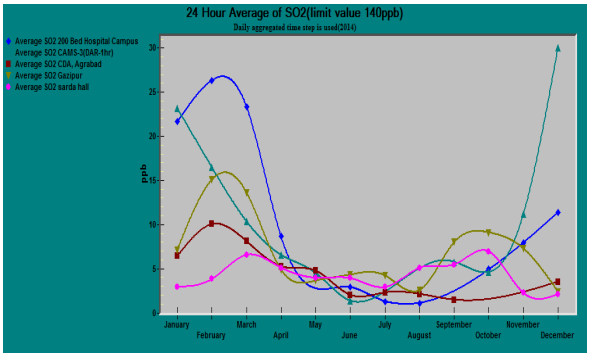

চিত্র-১১: বিভিন্ন CAMS স্টেশন হতে NOx Monthly Comparative Concentration.

- বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে সারাদেশের ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশনে প্রাপ্ত তথ্যেও ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক কেস প্রকল্পের ওয়েবসাইটে (case_moef.gov.bd) প্রকাশ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশনগুলো হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের পরিকল্পনা রয়েছে। বায়ুমান সূচকের মাধ্যমে জনগণ বায়ুর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

বায়ুদূষণ রোধকল্পে গৃহীত প্রকল্পসমূহ:

- জ্বালানী সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটা স্থাপনের প্রযুক্তি সহজে বোধগম্য ও হস্তান্তরের লক্ষ্যে তিনটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে । প্রকল্পসমূহ হলো গ্রীন ব্রিক প্রকল্প,ইউএনডিপি, বাংলাদেশ ব্রিক কিলন এফিসিয়েন্সি ও কেস প্রকল্প। প্রকল্পসমূহ দ্বারা বিভিন্ন প্রযুক্তির "Demonstration ইটভাটা" নির্মান করা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব আধুনিক প্রযুক্তি দ্রুত হস্তান্তরের জন্য মালিক ও শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। একটি প্রকল্পের আওতায় Brick Technology and Information Centre- স্থাপন করা হবে। এছাড়া নতুন আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- বায়ূদূষণের অপর উৎস হচ্ছে মটরযান হতে নিঃসরিত ধোঁয়া। 'রিডিউসিং ব্লাক কার্বন ফর্ম হেভি ডিউটি ডিজেল ভেহিক্যালস এন্ড ইঞ্জিন' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়নাধীন আছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রণীত কর্ম পরিকল্পনায় দেশে কম সালফারযুক্ত

ডিজেল ও কম নিঃসরণ মাত্রার যানবাহণের বিষয়ে রোডম্যাপ প্রণয়ন এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায় করা এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

জ্বালানী সাশ্রয়ী(বন্ধু চুলা) গ্রামীণ চুলার প্রচলন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন উদ্যোগঃ

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ও GIZ-এর যৌথ অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর ও GIZ কর্তৃক যৌথভাবে "বন্ধুচুলার বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ (Market Development Initiative for Bondhu Chula)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ৫০০০ বন্ধু চুলার উদ্যোক্তা গড়ে তোলা হয়েছে এবং এই উদ্যোক্তা ইতোমধ্যে সমগ্রদেশে ০৫ (পাঁচ) লক্ষ বন্ধু চুলা স্থাপন করেছেন। আশা করা হচ্ছে যে, তারা বন্ধু চুলা তৈরী ও স্থাপনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং বন্ধু চুলা তৈরী, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ভবিষ্যতেও চালিয়ে যাবেন। সমগ্র বাংলাদেশে সনাতন চুলার অপকারিতা ও বন্ধুচুলা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ও GIZ-এর যৌথ অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর ও GIZ কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'বন্ধুচুলার বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ - ২য় পর্ব (Market Development Initiative for Bondhu Chula – Phase II)' শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য বন্ধুচুলার ব্যপক প্রসার। সেজন্য ইতিমধ্যে সৃষ্ট বন্ধুচুলার উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি আরও নতুন নতুন স্যানিটারী দোকান ও রাজমিস্ত্রীদের এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের বন্ধু চুলার দক্ষ উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলা হবে। "বন্ধুচুলার বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ" প্রকল্পে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ অব্যাহত রাখা, ব্যাপক প্রচার ও গ্রাহক সেবার মাধ্যমে বন্ধুচুলার বাজার আরও উন্নত ও টেকসই করা প্রস্তাবিত প্রকল্পের লক্ষ্য। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ সুনির্দ্দিষ্টভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. ১,০০০ (এক হাজার) নতুন বন্ধুচুলার উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা, বিশেষ করে যে সমস্ত এলাকায় এখনও বন্ধুচুলার উদ্যোক্তা নাই;
২. "বন্ধুচুলার বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ" প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যে সৃষ্ট উদ্যোক্তাদের বন্ধুচুলার কাজের সাথে সম্পৃক্ত রাখা;
৩. ব্যাপক প্রচার প্রচারনার মাধ্যমে বন্ধুচুলার বাজার বিস্তৃত করা;
৪. ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) বন্ধুচুলা স্থাপন এবং
৫. স্থাপিত সকল চুলার ব্যবহার নিশ্চিত করা।

পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমঃ

পানি প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যতম প্রধান উপাদান। পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে পানির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ অধিদপ্তর পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। ১৯৭৩ সালে পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম শুরু হয়।

১. ঢাকার চারপাশের বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীকে প্রতিবেশগতভাবে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা যেমন পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা ওয়াসা, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সংস্থা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, রাজউক, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ) ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে সমন্বিতভাবে করে একটি আমব্রেলা প্রকল্পের অধীনে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করার আগে সম্ভাব্যতা/সমীক্ষা বিস্তারিত প্রকৌশল ডিজাইন ও পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রোধে ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের সীমানা সংরক্ষণ, বর্জ্য পরিশোধন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিস্তারিত সম্ভাব্যতা এবং পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তাবায়ন করা হচ্ছে যা নিম্নরূপঃ

প্রকল্পের নাম	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রোধে ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের সীমানা সংরক্ষণ, বর্জ্য পরিশোধন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিস্তারিত সম্ভাব্যতা এবং পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা
বাস্তাবায়নকারী সংস্থা	পরিবেশ অধিদপ্তর (সহযোগী দপ্তরসমূহ: ঢাকা ওয়াসা, বিআইডব্লিউটিএ, ডিএসসিসি, ডিএনসিসি, জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও রাজউক
প্রকল্প ব্যয়	১৩২১.০০ লক্ষ (তের কোটি একুশ লক্ষ) টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৭

২. ঢাকার চারপাশের নদীসমূহ পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে "Ecological Restoration of Four Rivers Around Dhaka City" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তাবায়নে জাপান সরকারের অর্থ লাভের লক্ষ্যে পিডিপিপি তৈরি করা হচ্ছে।

পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির মান পরিবীক্ষণ করে আসছে। শুরুতে যে উদ্দেশ্যে মনিটরিং পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে জনসংখ্যা, নগরায়ন ও শিল্পায়ন বৃদ্ধির কারণে তাদের গুরুত্ব অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, অনেক জায়গায় নদী শুকিয়ে গেছে এবং শিল্পায়নের ফলে কোন কোন জায়গায় দূষণের মাত্রা বেড়ে গেছে, ইত্যাদি। পানির (ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ) গুণগত মান পরিবীক্ষণের জন্য জিআইএস রিডিংসহ ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির মনিটরিং নেটওর্য়াক হালনাগাদ করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মান পরিবীক্ষণ করে আসছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ২৭টি নদীর ৬৩টি স্থানে পানির গুণগত মান মনিটরিং করে। পরিবেশ অধিদপ্তরের ৬টি বিভাগীয় অফিস পানির গুণগত মানের ১২টি প্যারামিটার পরিমাপ করে। মনিটর প্যারামিটারগুলি হলোঃ pH, Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Suspended Solid (SS), Total Dissolved Solid (TDS), Electrical Conductivity (EC), Chloride, Turbidity and Total alkalinity। ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালের পরিবীক্ষণের তথ্যের উপর ভিত্তি করে River Water Quality Report 2010, River Water Quality Report 2011, River Water Quality Report 2012, River Water Quality Report 2013 প্রকাশ করা হয়েছে এবং River Water Quality Report 2014 প্রকাশ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

উল্লিখিত প্যারামিটার অনুসারে মনিটরিং ফলাফল হতে দেখা যায় যে, ২০১৪ সালে বাংলাদেশর বড় বড় নদী যেমন: পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, ধলেশ্বরী, সুরমা ইত্যাদি নদীর পানির গুণগত মান পরিবেশগত মানমাত্রার মধ্যে ছিল। DO ও BOD এর মানের ভিত্তিতে দেখা যায় ঢাকা শহরের চারপাশের নদীগুলো শুষ্ক মৌসুমের প্রথম পাঁচ মাস খুব দূষিত থাকে। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা এবং তুরাগ নদীর পানিতে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত কোন দ্রবীভূত অক্সিজেন পাওয়া যায় নি। বর্ষা মৌসুমে DO ও BOD-এর মান কিছুটা উন্নত হলেও পানির গুণগত মান কাঙ্খিত মাত্রায় উন্নীত হয় না (টেবিল-৪ও ৫)।

Table 5: Surface water quality in **dry season** (November – April) in 2014

	pH	BOD (mg/L)	DO (mg/L)
Buriganga	7.23	24.98	0.61
Shitalakhya	7.36	16.8	0.66
Turag	7.66	35.44	0.69
EQS	6.5 – 8.5	≤ 6.0	≥5.0

Note: Values are average of sampling locations as well as average of dry months.
EQS: Environmental Quality Standard as per the Environment Conservation Rules 1997.

Table 6: Surface water quality in **wet season** (May – October) in 2014

	pH	BOD (mg/L)	DO (mg/L)
Buriganga	7.27	10.04	2.59
Shitalakhya	7.44	6.44	3.88
Turag	7.36	7.21	2.76
EQS	6.5 – 8.5	≤ 6.0	≥5.0

Note: Values are average of sampling locations as well as average of wet months.

মেঘনা নদীতে DO ১.০ থেকে ৬.৭ মি:গ্রা:/লি: (গ্রহণযোগ্য মান ৫ মি:গ্রা:/লি: বা তদুর্ধ্ব) এবং BOD ২.৩ থেকে ১৭ মি:গ্রা:/লি: (গ্রহণযোগ্য মান ৬ মি:গ্রা:/লি: বা তাহার নিম্নে)। যমুনা নদীতে DO ৮.৪ থেকে ৮.৫ মি:গ্রা:/লি: এবং BOD ২.০ থেকে ২.২ মি:গ্রা:/লি: এর মধ্যে উঠানামা করে।

২০১৪ সালে খুলনার ময়ূরী, রূপসা, পশুর ও খেকশিয়ালী নদীতে উচ্চ মাত্রায় Chloride, TDS, Turbidity পাওয়া গিয়েছে। পশুর নদীতে সর্বোচ্চ Chloride ১২৬৪৬ মি:গ্রা:/লি: (গ্রহণযোগ্য মান ৬০০ মি:গ্রা:/লি: পর্যন্ত) এবং TDS ১৫৫০০ মি: গ্রা:/লি: (গ্রহণযোগ্য মান ২১০০ মি:গ্রা:/লি: পর্যন্ত) পাওয়া গিয়েছে। খেকশিয়ালী নদীতে সর্বোচ্চ Turbidity ১৩৬.৩ এন টি ইউ (গ্রহণযোগ্য মান ১০ এন টি ইউ পর্যন্ত) পাওয়া গিয়েছে। কর্ণফুলি নদীতে ৩০০ মি:গ্রা:/লি: এর বেশী COD ৩৫৩ মি: গ্রা:/লি: (গ্রহণযোগ্য মান ২০০ মি:গ্রা:/লি: পর্যন্ত) পাওয়া গিয়েছে।

পানির মান পরিবীক্ষণ থেকে দেখা যায় যে শীতকালে নদীর পানির দূষণের মাত্রা বেশি থাকে (বিশেষ করে ঢাকার চারপাশের নদীগুলো) এবং বর্ষাকালে পানির গুণগত মানের কিছুটা উন্নতি হয় যদিও তা নির্ধারিত মানমাত্রার পর্যায়ে পৌঁছায় না। শীতকালে দেশের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের নদীর পানির লবণাক্ততা অনেক বেড়ে যায় এবং বর্ষাকালে লবণাক্ততা কিছুটা কমে।

পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনসমূহের তথ্য ও উপাত্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীগণ এবং প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে গবেষণা ও প্রচার করতে পারবে এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্ব সভ্যতার জন্য হুমকিস্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম বিরূপ প্রভাব হচেছ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। গত ১০০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১৭ থেকে ২১ সেন্টিমিটার (IPCC AR5)। সমুদ্র উপকূল এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাবগুলোর কারণে বাংলাদেশ নাজুক পরিস্থিতির শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঝুকিসমূহ ও বিপন্নতা অভিযোজন এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সমীক্ষা ও মূল্যায়নের ফলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচেছ যে, বাংলাদেশ হচেছ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ও ঝুকিপন্ন দেশগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাজুক অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরশীলতা এ বিপন্নতা বাড়িয়ে দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপর্যয় হতে রক্ষার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তর নিরলস কাজ কওে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পরিশে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

১. গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন (United Nations Climate Summit-2014)-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বল্প কার্বন নিঃসরণ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু উন্নয়নের বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করে কার্বন নিঃসরণকারী বৃহৎ দেশগুলোকে এবিষয়ে কার্যকর অবদান রাখার জন্য জোরালো আহ্বান জানান। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় উন্নত বিশ্বের প্রতিশ্রুতি প্রদান ও তা বাস্তবায়নের বিশাল ব্যবধানের প্রতি বাংলাদেশের উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত ও নিশ্চিত অর্থায়ন জরুরী ভিত্তিতে প্রদানের জন্য জোর দাবী জানান। এছাড়াও ০১-১২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর আওতায় পেরুর লিমায় অনুষ্ঠিত Conference of Parties (COP)-এর ২০তম সম্মেলনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তর জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ তথা Least Developed Countries (LDCs)-ভুক্ত দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

২. সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরূপনের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে Draft Report সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র-১৮:"Assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis" এর Final Review কর্মশালায় পিকেএসএফএর চেয়ারম্যান ড. কিউ কে আহমাদ, প্রফেসর

৩. UNFCCC-এর অধীনে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো হতে উন্নয়নশীল দেশসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে প্রশমন Technology Transfer ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে গঠিত Climate Technology Centre and Network (CTCN)-এর বাংলাদেশে National Designated Entity (NDE) হিসাবে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করছে। CTCN-এর আওতায় Least

Developed Countries (LDCs) দেশ হিসাবে বাংলাদেশে Technology Transfer-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর "Request Incubator Programme" এ অংশগ্রহণ করেছে।

৪. Global Environment Facility (GEF) এর আওতায় Least Developed Countries Fund (LDCF) এর অর্থায়নে এবং United Nations Environment Programme (UNEP) এর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Eco-system based approaches to Adaptation (EbA) in the drought-prone Barind Tract and Haor "Wetland" Area" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এতদ্লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প দলিল প্রণয়ন পূর্বক ২৭ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে GEF-এর চুড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে UNEP-এর মাধ্যমে GEF সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫. কিয়োটো প্রটোকলের আওতায় গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে দু'স্তর বিশিষ্ট Designated National Authority (DNA) ও অংশ হিসাবে জাতীয় সিডিএম বোর্ড এবং জাতীয় সিডিএম কমিটি গঠন করেছে। ২০১৪-২০১৫ সময়ে জাতীয় সিডিএম বোর্ড (National CDM Board) এর সভাপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব-এর সভাপতিত্বে জাতীয় সিডিএম বোর্ডের ৯ম সভা এবং জাতীয় সিডিএম কমিটি (National CDM Committee) এর সভাপতি এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব এর সভাপতিত্বে জাতীয় সিডিএম কমিটির ১৮ম ও ১৯ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৪-২০১৫ সময়ে তিনটি সিডিএম প্রকল্প জাতিসংঘের CDM Executive Board হতে Registration পেয়েছে।

৬. পরিবেশ অধিদপ্তর জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য Global Environment Facility (GEF) এর অর্থায়নে Third National Communication (TNC) প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করেছে। উক্ত দলিল হতে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে।

চিত্র ১৯: স্টেকহোল্ডার কনসাল্টেশনের মাধ্যমে দেশে গ্রীণ হাউজ গ্যাস ইনভেন্টরীর কার্যক্রমে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল

৭. Bilateral Offset Credit Mechanism (BOCM) এর আওতায় জাপান সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশে স্বল্প কার্বন নিঃসরণ যোগ্য প্রযুক্তি ও পণ্য হস্তান্তরে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Japan এর সহায়তায় "IGES BOCM Capacity Building Programme in Bangladesh" শীর্ষক প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন সেক্টরে BOCM-প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে Overseas Environmental Cooperation Center (OECC), Japan-এর সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি Feasibility Study পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও BOCM এর আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে তিনটি জ্বালানী সাশ্রয়ী স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র-২০: Bilateral Offset Credit Mechanism (BOCM) এর আওতায় সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে BOCM বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ডঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল।

৮. মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রকল্প দলিলে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disaster Risk Riduction and Climate Change Adaptation, DRR-CCA) সার্বিকভাবে বিবেচনা ও অন্তর্ভূক্তিকরণ (Climate Proofing)-এর লক্ষ্যে এ বিষয়ে একটি সহায়ক গাইডলাইন সিডিএমপি-২ এর অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কর্তৃক প্রকাশনার চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৯. "বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বিপন্নতা ও মোকাবেলায় উত্তম কৌশল (জলাবদ্ধতা, লবনাক্ততা, খরা, বন্যা ও আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলের স্থানীয় পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবী দলের জন্য)" শিরোনামে একটি প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ (Training of Trainers) ম্যানুয়াল জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটকে সাথে নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কর্তৃক প্রণয়ন করা হচ্ছে যা প্রকাশনার চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

১০. জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) 2009 বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিজস্ব তহবিলে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF)-এর অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে

- "Community Based Adaptation in the Ecologically Critical Areas through Biodiversity Conservation and Social Protection" শীর্ষক প্রকল্প (জুন, ২০১৫-এ সমাপ্ত);
- ঢাকা শহরের গুলশান, বারিধারা ও ধানমন্ডি এলাকা এবং চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ ও খুলশি এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি-আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রকল্প;
- সমগ্র বাংলাদেশের শহরগুলোর (পৌরসভা/মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর) কঠিন বর্জ্য পরিবেশ সম্মতভাবে সংগ্রহ কওে তা Aerobic Composting পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনার জন্য "Programmatic CDM project using Municipal Organic Waste of 64 Districts of Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় গবেষণাগারের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প;
- জলাবদ্ধতা নিরসন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পলিথিনজাত মোড়ক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

১১. এছাড়াও Global Environment Facility (GEF) এর আওতায় Least Developed Countries Fund (LDCF) এর অর্থায়নে এবং United Nations Environment Programme (UNEP) এর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Eco-system based approaches to Adaptation (EbA) in the drought-prone Barind Tract and Haor "Wetland" Area" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এতদ্লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প দলিল প্রণয়ন পূর্বক ২৭ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে GEF-এর চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে UNEP-এর মাধ্যমে GEF সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনেতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ উদযাপন:

জাতীয় পর্যায়ে ৫ জুন ২০১৫ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হয়। এবছর জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল : **শত কোটি জনের অপার স্বপ্ন, একটি বিশ্ব, করি না নিঃস্ব** (Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care.)।

চিত্র ১৩: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণিজ্য মেলার মাঠে পরিবেশ মেলার শুভ উদ্বোধন করেন

চিত্র-১২: বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা** কৃষিবিদ ইনসটিটিউশন বাংলাদেশে পরিবেশ দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পাশে বাণিজ্য মেলার মাঠে পরিবেশ মেলার শুভ উদ্বোধন করেন।

জাতীয় পরিবেশ পদক- ২০১৫ :

দেশের পরিবেশ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ সালে মোট ২ জন ব্যক্তিকে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা** কৃষিবিদ ইনসটিটিউশনে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজয়ী ২জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান করেন। নিম্নে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রদত্ত হলো :

চিত্র-১৪ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৫ প্রদান করছেন

ক্রঃ	ক্যাটাগরি	বিজয়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান
১	পরিবেশগত শিক্ষা ও প্রচার (ব্যক্তিগত)	**আব্দুল মুকিত মজুমদার (বাবু)** আতিয়া রিজেন্সী, সড়ক-১০৮ বাড়ী-১৭, গুলশান-২ ঢাকা।
২	পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (ব্যক্তিগত)	**এ্যাডভোকেট মনজিল মোরশেদ** ৩৬, মিরপুর রোড, ফ্ল্যাট বি-১ বসুন্ধরা গলি, নিউমার্কেট, ঢাকা।

জাতীয় পরিবেশ মেলা- ২০১৫ আয়োজন :

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পাশে বাণিজ্য মেলার মাঠে ১২-১৪ জুলাই ২০১৫ সময়ে পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। মেলায় সরকারি-বেসরকারি মোট ৫৭টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা** পরিবেশ মেলার শুভ উদ্বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

চিত্র-১৫: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ মেলা শুভ উদ্বোধন শেষে স্টল পরিদর্শন করেন

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও ছাড়পত্র প্রদান :

পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ হল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের যথাযথ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ। পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের একটি কৌশল। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুসারে দেশের সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পগুলোকে দূষণের মাত্রা ও পরিবেশগত প্রভাবের বিচারে ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে; যথা ঃ সবুজ, কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল।

সবুজ শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। কমলা-ক এবং কমলা-খ শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম অবস্থানগত এবং তৎপর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। লাল শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রথমে অবস্থানগত এবং তৎপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন (Environmental Impact Assessment-EIA) প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়। সবশেষে ইআইএ প্রতিবেদনে বর্নিত মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। সবুজ শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ ৩ বছর এবং কমলা-ক, কমলা-খ ও লাল শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ ১ বছর।

টেবিল-৭: পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র প্রদানের একটি বছর ভিত্তিক বিবরণী

বছর	ছাড়পত্র প্রদান	ছাড়পত্র নবায়ন
২০০৯	৩৮৬৫	৪১২২
২০১০	৪৯৮৭	৫২৯৮
২০১১	৫৪৩৬	৭৪৬৪
২০১২	৬২৮২	৬৬৪৭
২০১৩	৬৮০৩	৭১২৩
২০১৪	৫,৮৬৭	৯,৩১৪

তরল বর্জ্য সৃষ্টিকারী শিল্প কারখানার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র প্রযুক্তি হলো Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন করা। ইটিপি স্থাপন ব্যতিত তরল বর্জ্য সৃষ্টিকারী কোন শিল্প কারখানা স্থাপন বা পরিচালনা করার অনুমোদন দেয়া হচ্ছে না। শিল্প প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চেম্বার এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টর এসোশিয়েশনের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট ১৮২ টি শিল্পকারখানায় ইটিপি স্থাপিত হয়েছে। চামড়া শিল্প হতে ঢাকা শহর ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য হাজারীবাগ ট্যানারীগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক সাভারের হরিণধরা এলাকায় স্থানান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি আধুনিক বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ (এনফোর্সমেন্ট) কার্যক্রম :

পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য রেগুলেটরী ও নন রেগুলেটরীর উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(সংশোধিত ২০১০) এর ৭ ধারা প্রয়োগ করে পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করছে। Polluters Pay Principle পরিবেশ সংরক্ষণে একটি উত্তম কৌশল। উন্নত বিশ্বে এ পদ্ধতি অধিক মাত্রায় বিরাজমান। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এ কৌশলটি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর আইনের উক্ত ধারার ক্ষমতা বলে দূষণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় করে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় মোট ৪০২ টি প্রতিষ্ঠান হতে ৩৬.৯৫ কোটি টাকা ধার্য করে ১৭.৮৪ কোটি টাকা আদায় করা হয়।

চিত্র-১৬: তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) পরিদর্শন

টেবিল-৮: ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে দূষণের প্রকৃতি অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম:

ক্রমিক নং	দূষণের প্রকৃতি	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ক্ষতিপূরণ ধার্য	ক্ষতিপূরণ আদায়
০১	বায়ুদূষণ	৬৮	২.১০ কোটি	১.১৯ কোটি
০২	শব্দ দূষণ	৩	-	-
০৩	নদী দূষণ/ পানি দুষণ	২৮৩	৩২.৫২ কোটি	১৫.৪২ কোটি
০৪	পাহাড় কাটা	৯	১.৫০ কোটি	০০.৬০ কোটি
০৫	জলাশয় ভরাট	১০	০০.৩৪ কোটি	০০.১৬ কোটি
০৬	অন্যান্য	২৯	০.৪৯ কোটি	০০.৪৭ কোটি
	মোট	৪০২	৩৬.৯৫ কোটি	১৭.৮৪ কোটি

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পরিবেশ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত জনসাধারণে অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনাপূর্বক উহা নিস্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে দু ধরনের অভিযোগ লক্ষ্য করা যায়ভ প্রথমত: কোন ব্যকি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণ। দ্বিতীয়ত: পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে অবিযোগ। তবে ১ম শ্রেণীর অভিযোগটিই অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। উভয় প্রকার অভিযোগ নিস্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাপরিচালককে ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্তপূর্বক অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থাপনা গঠন করা হয়েছে। জনসাধারণ সাধারণত দু'ভাবে অভিযোগ পেশ করে থাকে। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান লিখিত ভাবে অভিযোগ দাখির করতে পারে অথবা মাসিক গণশুনানিতে উপস্থিত থেকে মৌখিক ভাবেও অবিযোগ পেশ করতে পারে। পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশগত বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

চিত্র ১৭ঃ গণশুনানি অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল

পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের উপস্থিতিতে জনগণের পরিবেশগত অভিযোগ/সমস্যা নিস্পত্তির লক্ষ্যে গণশুনানি শিরোনামে তৃতীয় বৃহস্পতিবার সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানিতে সাধারণ জনগণ, বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দও অংশগ্রহণ করে থাকে। জেলা কার্যালয়ে এটি প্রতিমাসের প্রথম বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার বিভাগীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরুপঃ

অভিযোগ দাখিলের প্রকৃতি	দায়েরকৃত অভিযোগ	অভিযোগ নিস্পত্তি
লিখিত অভিযোগ	৭৭৪	৫২৫
গণশুণানির অভিযোগ	৬০	৫৫
মোট	৮৩৪	৫৮০

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমঃ

দেশের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করে ঃ

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কোন প্রকল্প চূড়ান্তকরণের পূর্বেই EIA সম্পন্ন করতে হবে- এ নির্দেশনা সম্বলিত একটি পরিপত্র বিগত ২২/০২/২০১৫ তারিখে জারি হয়েছে।

২. পরিবেশ অধিদপ্তরের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের গবেষণা তহবিল ব্যবহার করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিইজিআইএস কর্তৃক ঢাকা বিভাগের জন্য "Development of GIS based Industrial Database for the Department of Environment" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩. ১০ আগষ্ট ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ এনভায়ারনমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ আউটলুক (ইসিসিও) শীর্ষক প্রতিবেদন এশটি লঞ্চিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র ১৮: এনভায়ারনমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ আউটলুক (ইসিসিও) শীর্ষক প্রতিবেদন লঞ্চিং অনুষ্ঠানে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-মন্ত্রী জনাব আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব

৪. সিলেটের জাফলং এবং তার পশ্ববর্তী এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে পাথর উত্তোলনের ফলে উক্ত এলাকার প্রতিবেশ বিপর্যয় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পরিবেশবান্ধব উপায়ে পাথর উত্তোলনের নিমিত্তে পাথর উত্তোলন গাইড লাইন ২০১৪ এবং টেকনিক্যাল গাইড লাইন প্রণয়ন এবং প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত এলাকার প্রতিবেশ রক্ষায় এ গাইড লাইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়

৫. বাংলাদেশ United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) স্বাক্ষরকারী দেশ। বাংলাদেশের খরা এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে ভুমির অবক্ষয় টেকসই কৃষির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধি এবং পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূমির অবক্ষয়রোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিগত ১৭ জুন ২০১৫ বিশ্ব মরুময়তা প্রতিরোধ দিবস (World Day to Combat Desertifiation -WDCD) উদযাপন করত: ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

৬. পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক National Dialogue Initiative (NDI) আয়োজন করে GEF-6 সময় কালে (২০১৪-২০১৭) জলবায়ু পরিবর্তন, পানি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, রাসায়নিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অংশীজনদের মতামত এবং পরামর্শের আলোকে অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে এবং National Dialogue Initiative (NDI) এর উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

৭. বাংলাদেশ UNCCD এর সদস্য হিসাবে উক্ত কনভেনশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধ্যবাধতা রয়েছে। কনভেনশন সচিবালয়ের সিদ্ধান্ত (2/COP-9) মোতাবেক প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক National Action Programme (NAP) প্রণয়ন/ আপডেটকরন এবং কনভেনশন বাস্তবায়ন বিষয়ে রিপোর্ট প্রণয়ন করে UNCCD সচিবালয়ে দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লিখিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য Global Environment Facility (GEF) ফান্ডের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর “Bangladesh : Revision and Alignment of National Action Program (NAP) with UNCCD 10-year strategic plan and framework” শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং এ প্রকল্পের আওতায় UNCCD 5th National Report প্রণয়ন করে UNCCD সচিবালয়ে ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে।

পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায়(ECAs) গৃহীত কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(সংশোধিত ২০১০) এর ধারা- ৫ এর উপধারা-১ এ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে,"সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা , উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা(Ecologically Critical Area) ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অবিলম্বে উক্ত সংকটাপন্ন অবস্থা হইতে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।"

বর্ণিত ক্ষমতাবলে এ পর্যন্ত মোট ১৩ টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করেছে। নিম্নে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহের সময়ানুক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হলো:

ক্রমিক নং	ইসিএ	ঘোষণার সাল
১.	সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চারিদিকে ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা	১৯৯৯
২.	কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	
৩.	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	
৪.	সোনাদিয়া দ্বীপ	
৫.	হাকালুকি হাওর	
৬.	টাংগুয়ার হাওর	
৭.	মারজাত বাওড়	
৮.	গুলশান-বারিধারা লেক	২০০১
৯.	বুড়িগঙ্গা নদী	২০০৯
১০.	তুরাগ নদী	
১১.	বালু নদী	
১২.	শীতলক্ষ্যা নদী	
১৩.	জাফলং-ডাহুকী ও পিয়াইন নদীর মধ্যবর্তী খাসিয়াপুঞ্জিসহ মোট ১৪.৯৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা	২০১৪

ইসিএ ঘোষণার পর ইসিএর প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হয়। তবে সাধারণভাবে ইসিএতে নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ ঃ

১. প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ

২. সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণি হত্যা

৩. ঝিনুক, প্রবাল, কচ্ছপসহ সকল প্রকার বন্যপ্রাণি ধরা বা সংগ্রহ

৪. মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণির জন্য ক্ষতিকর সকল কার্যাবলী

৫. প্রাণি ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল কার্যকলাপ

৬. ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কার্যকলাপ

৭. মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

৮. লেকের চারপাশে বাসাবাড়ি, বৈদেশিক মিশন, শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপণ

৯. লেকের কিনারায় বা লেকের পানিতে কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সদস্য, ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিসমষ্টির গোসল করা, কাপড় কাঁচা, মলমূত্র ও অন্যান্য বর্জ্য ত্যাগ

১০. নদীসমূহের চারপাশে বাসাবাড়ি, শিল্পপ্রষ্ঠিান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমণ

ইসিএ সংরক্ষণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যাবলীর উপর বিধিনিষেধ আরোপসহ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বিধিমালা-২০১৪ এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সুন্দরবন প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার মৌজাভিত্তিক তালিকা সম্বলিত প্রজ্ঞাপন বিগত ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে জারি করা হয়েছে।

সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA/ইসিএ)এর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ২০১০-২০১৫ সময়ে কমিউনিটি বেইসড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়াস থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন অ্যান্ড সোশাল প্রটেকশন প্রজেক্ট (সিবিএ-ইসিএ প্রকল্প) বাস্তবায়িত হয়েছে। সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পের আওতায় ইসিএ সমূহে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নের জন্য নানা ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম প্রতিবেদনের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ গড়িয়া তোলা অত্যাবশ্যক। মূলতঃ উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দক্ষ জনবল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তর তার জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাৎসরিক ১০০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মানব সম্পদ উন্নয়নে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদান করা হলো:

মানব সম্পদ কর্মসূচীর প্রকৃতি	কর্মসূচির পরিমাণ/সংখ্যা
পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	২০,২২৪ জন ঘন্টা
দেশীয় অন্যন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	৪২২৪ জন ঘন্টা
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ,সেমিনার,কর্মশালা ও কনফারেন্স	৩২৮০ জন ঘন্টা
মোট কর্মসূচি	২৭,৭২৮ জন ঘন্টা।
জনপ্রতি গড়	৭৫.৭৬ জন ঘন্টা

চিত্র ১৯: পরিবেশ অধিদপ্তরে **অনুষ্ঠিত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা** শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন:

সরকারী অফিসে জনসাধারনের সেবা পাওয়ার অন্যতম অন্তরায় হলো শুদ্ধাচারের অনুপস্থিত। পরিবেশ অধিদপ্তর শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এ লক্ষ্যে মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে একটি নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করার জন্য নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভা

আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন বছরে ৫টি সভা আয়োজন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটি ও বিভাগীয় সমন্বয় সভায় শুদ্ধাচার ও সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে আলোচনা করা হয়। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ ও তার দায়িত্ব কর্তব্য কর্মবন্টনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তরের গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও ছাড়পত্র নবায়ন কার্যক্রমে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন করা গেলে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সিংহভাগ অংশে শুদ্ধাচার বাস্তাবায়ন হবে বলে মনে করা হয়। পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও ছাড়পত্র নবায়ন কার্যক্রম হতে জসাধারণ যাতে নির্বিঘ্নে সেবা পেতে পারে সে লক্ষ্যে এ কার্যক্রমকে অনলাইন ভিত্তিক করা হয়েছে। জনসাধারণ অনলাইনে ছাড়পত্র ও ছাড়পত্র নবায়নের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং অনলাইনে ছাড়পত্র পেতে পারবে;
- জনসাধারণকে নির্বিঘ্নে সেবা প্রদানের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে।
- জনসাধারনের নির্বিঘ্নে সেবা প্রওয়ার পথে অন্তরায়সমূহ দুরকরার জন্য গণশুনানী কার্যক্রম বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়;
- শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের বিষয়ে ৫২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়নের লক্ষ্যে অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য অতিরিক্ত মহাপরিচালককে ন্যায়পাল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অধিদপ্তরের মাসিক সভায় অভিযোগ নিস্পত্তির বিষয়টি এজেন্ডাভূক্ত করা হয়েছে। ৫৮০টি অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়েছে।
- জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫ এর আলোকে জনপ্রশাসন পদক ২০১৫-এর জন্য প্রস্তাব প্রণয়নপূর্বক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্ম-মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫ এর আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
- ই- গভর্নেন্স সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে Electronic Government Procurement (EGP) চালুর লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের EGP সংক্রান্ত দুইজন ফোকাল পয়েন্টকে EGP বিষয়ে CPTU হতে ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে। CPTU হতে প্রশিক্ষণ প্রদান ও Access Code পাওয়ার পর পরিবেশ অধিদপ্তরে EGP চালু করা হবে। ইতোমধ্যে ৫(পাঁচ) জন কর্মকর্তার তালিকা CPTU-তে প্রেরণ করা হয়েছে।

রাজস্ব সংগ্রহ কার্যক্রম :

পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়ন পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান লক্ষ্য। পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি রাজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তর সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিমূলক প্রতিষ্ঠান না হলেও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতা করে থাকে। নিম্নের সারনীতে পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী প্রদান করা হলো:

অর্থ বছর	রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)	নীট ব্যালেন্স
২০০২-২০০৩ হতে ২০১১-২০১২	১০৪.৬০	৭৪.৯২	২৯.৬৮
২০১২-২০১৩	৭০.৮৪	২২.০২	৪৮.৮২
২০১৩-২০১৪	৫৯.৪৭	২০.৮৪	৩৮.৬৩
২০১৪-২০১৫	৫৭.১৭	২৩.৩১	৩৩.৮৬
মোট	২৯২.০৮	১৪১.০৯	-

ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন ঃ

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিজ অধিক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর এবং এর কার্যাবলী ডিজিটাল করার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বেশ কিছু কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ

১) পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে অধিকতর গ্রাহকসেবা মুখী করার অংশ হিসেবে পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশনের কার্যক্রম ৮ই এপ্রিল ২০১৫ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এতে নিম্নোক্ত সুবিধা গুলো পাওয়া যাচ্ছে।

ক. সকল ক্যাটাগরির জন্য অনলাইনে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদনের সুবিধা
খ.অনলাইনে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান
গ. SMS & Email এর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান
ঘ. অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম
ঙ.তথ্য সংরক্ষন ও রিপোর্ট প্রনয়ন ইত্যাদি ।

২) অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাদের দপ্তরের নিজস্ব ডোমেইনে ইমেইল অ্যাকাউন্ট তৈরী করা হয়েছে। এতে সকল কর্মকর্তা ইমেইল ব্যবহার এর সুযোগ পাচ্ছে।

৩) অধিদপ্তরের ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে। এতে সকল প্রকার তথ্য তাৎক্ষনিক আপডেট, ডিলিট ও আর্কাইভ এ সংরক্ষণ করা যায়।

চিত্র ২০: পরিবেশগত ছাড়পত্রের অটোমেশন সফটওয়্যার এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

৪) পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর এর পক্ষে বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এতে সহজেই রিপোর্ট জেনারেট করা সম্ভব হচ্ছে।

৫) পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে যা বর্তমানে চালু রয়েছে।

৬) সকল বিভাগীয় কার্যালয়ে অপটিক্যাল সংযোগসহ পরিপূর্ণ ল্যান সেটআপের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফলে প্রতিটি কম্পিউটারই রিসোর্স শেয়ারিং এবং হাইস্পিড ইন্টারনেট ব্রাউজিং এর সুবিধা লাভ করেছে।

৭) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে হাইস্পিড ইন্টারনেট সুবিধা লাভের জন্য ব্যান্ডউইথ উন্নীত করা হয়েছে।

৮) তথ্য ভান্ডার হিসেবে অধিদপ্তরের সার্ভারে নতুন সার্ভার (Network Attached Storage) সংযুক্ত করা হয়েছে । এতে ল্যানভুক্ত সকল ইউজার Large Volume Data শেয়ার ও সংরক্ষণ করতে পারছে ।

আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমঃ

পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিবেশ অধিদপ্তর স্টেকহোল্ডারদেও মতামতের ভিত্তিতে পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আইন, বিধিমালা ও নীতিালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান কওে থাকে। ইটভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার পরিবেশ অধিদপ্তরের পরামর্শক্রমে **ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩** প্রণয়নপূর্বক জারি কওে যা ১ জুলাই ২০১৪ সাল হতে কার্যকর করা হয়েছে। এ ছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর ২০১৪-২০১৫ সময়ে যে সকল বিধি ও নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করেছে সেগুলো হলো : পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৪; বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৪; কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪; প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৪; ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪ এবং পরিবেশ নীতি ২০১৪।

পরিবেশ বিষয়ক মামলা ও রীট মামলা :

পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হাইকোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তর বা সরকারের বিরুদ্ধে রিটমালা দায়ের করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মহামান্য আদালত কিছু কার্যক্রম গ্রহণে পরিবেশ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এ ধরনের কার্যক্রমের গত ৫ বছরের তথ্যচিত্র নিম্ন প্রদান করা হলো :

বছর	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	কনটেম্পন্ট মামলা
২০০৯ পর্যন্ত	২৩৫	১০	১৬	-
২০১০	১২৩	০১	৫৬	২
২০১১	৯৬	৯৮	৮৮	৩
২০১২	৩৫	১৬	১১৭	১
২০১৩	৭৯	১১	৬৩	-
২০১৪	১৩৯	৭	১৩২	২
২০১৫(জুন পর্যন্ত)	৪৯	৩	৪৬	-

প্রচার ও প্রকাশনা:

- বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সুদৃশ্য ও তথ্য সমৃদ্ধ একটিস্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৫-এর পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পোস্টার প্রকাশ ও জনসচেতনতার লক্ষ্যে সারা দেশে বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রচারপত্র: কোরবানিকৃত পশুর উচ্ছিষ্টাংশ পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ বিষয়ে প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়েছে।
- **RIVER WATER QUALITY REPORT-2013** প্রকাশিত হয়েছে।
- ওজোনস্তর ক্ষয়রোধে রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরে কর্মরত টেকনিশিয়ানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ৫ টি বুকলেট প্রকাশিত হয়েছে।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জাতীয় কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনা (এনবিস্যাপ) শীর্ষক একটি বুকলেট প্রকাশিত হয়েছে।
- UNEP-GEF এর কারিগরী সহায়তায় Implementation of National Biosafety Framework of Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জীব নিরাপত্তা বিষয়ে একটি বুকলেট এবং একটি লিফলেট প্রকাশ করা হয়েছে।
- World Day to Combat Desertification and the draft National Action Program for Bangladesh প্রকাশিত হয়েছে।
- National Dialogue Initiative(NDI) in Bangladesh, 2014 প্রকাশ করা হয়েছে।
- UNCCD Sixth National Report Bangladesh, 2014 প্রকাশিত হয়েছে।

টিভি স্পট/স্ক্রল সম্প্রচার:

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সর্বসাধারণের অবগতি এবং জনসচেতনতায় বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেসরকারী বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের প্রধান প্রধান সংবাদের বিরতিতে টিভি স্পট/স্ক্রল সম্প্রচার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি/গণবিজ্ঞপ্তি:

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এবং গণসচেতনতামূলক ৬২টি বিজ্ঞপ্তি/ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

ওজোন স্তর সংরক্ষণ ও মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে স্ট্রাস্টোস্ফিয়ারিক স্তরে অবস্থিত ওজোনস্তরকে রক্ষার জন্য জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ও বিজ্ঞানীদের সময়োচিত তৎপরতায় কানাডার মন্ট্রিল শহরে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সামগ্রী ফেজ আউট করার লক্ষ্যে "মন্ট্রিল প্রটোকল" স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালের ২ আগষ্ট মন্ট্রিল প্রটোকল চুক্তি অনুস্বাক্ষর করে এবং ১৯৯৪ সালের ১৮ মার্চ লন্ডন সংশোধনী অনুমোদন করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ২০০০ সালে কোপেনহেগেন সংশোধনী, ২০০১ সালে মন্ট্রিল সংশোধনী এবং ২০১০ সালে বেইজিং সংশোধনী অনুমোদন করে।

মন্ট্রিল প্রটোকল সফল বাস্তবায়নে সরকারকে বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে চেয়ারম্যান করে "ওজোনস্তর ক্ষয়কারী বস্তুসামগ্রী সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরী কমিটি" (National Technical Committee on Ozone-Depleting Substances) এবং প্রটোকলের পালনীয় শর্তাদি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে চেয়ারম্যান করে 'ওজোন সেল' গঠিত হয়।

মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবহার ও আমদানি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে একটি প্রাথমিক জরিপ পরিচালনা করা হয় এবং এ জরিপের ভিত্তিতে ১৯৯৪ সালে কান্ট্রি প্রোগ্রাম প্রস্তুত করা হয় এবং ২০০৫ সালে উক্ত কান্ট্রি প্রোগ্রাম আপডেট করা হয়। মন্ট্রিল প্রটোকলের মন্ট্রিল সংশোধনী অনুযায়ী ২০০৯ ও ২০১০ সালে এইচসিএফসি-র গড় ব্যবহার ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ২০১১ সালে এইচসিএফসি ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (এইচপিএমপি) প্রনয়ণ করে যা মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের ৬৫তম নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদন লাভ করেছে। ২০০৪ সালে ওডিএস-এর আমদানি ও ব্যবহার-এর পর্যায়ক্রমিক হ্রাসের লক্ষ্যে ওডিএস বিধিমালা জারি করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৪ সময়ে "ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪" সংশোধন করা হয়। এর ফলে বিধিমালায় এইচসিএফসি-র আমদানি, রপ্তানি ও ব্যবহারের বিষয়টি পুনঃনির্ধারিত হয় এবং ঔষধশিল্পে সিএফসি-এর পুনঃব্যবহার রহিত হয়। ১ জানুয়ারি ২০১০ হতে সিএফসি, কার্বনটেট্রাক্লোরাইড ও মিথাইলক্লোরোফরম সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়। ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঔষধ শিল্প হতে সিএফসি-এর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়েছে।

ওজোনস্তর সংরক্ষণ সংক্রান্ত ২০১৪- ২০১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

- ওডিএস-এর আমদানী ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত ১৯৯৪ থেকে প্রতিবছর দেশব্যাপী জরিপের মাধ্যম হালনাগাদকরণ এবং রিপোর্টিং।
- ওডিএস-এর আমদানি ও ব্যবহার-এর পর্যায়ক্রমিক হ্রাসের জন্য "ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৪" জারি করা হয়েছে যা সেপ্টেম্বর ২০১৫ সময়ে সংশোধিত হয়েছে।
- 'কনভারশন টু সিএফসি ফ্রি টেকনোলজি ফর দি প্রোডাকশন অব এ্যারোসল প্রোডাক্ট এ্যাট এসিআই লিঃ' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০২ সালে Public Private Partnership ব্যবস্থায় বাস্ড়বায়ন এবং ২০০২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৫০% সিএফসি ফেজ আউট সম্পন্নকরণ।
- দেশব্যাপী ওজোনস্তর ক্ষয়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ওডিএস ব্যবহারকারী এবং আমদানিকারকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিবছর আন্তর্জাতক ওজোন দিবস উদ্‌যাপন।
- ওডিএস সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নকারী এবং নীতি নির্ধারকদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে 'Promotion of Ozone Layer Protection in Bangladesh' ও 'Implementation of Montreal Protocol in Bangladesh' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে এ যাবৎ প্রায় ৬০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- 'Good Service Practices in Refrigeration and Air conditioning' ও 'Green Trade for the Protection of Ozone Layer' শীর্ষক দুটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে যথাক্রমে রিফ্রিজারেশন সেক্টরে প্রায় ৫০০০ টেকনিশিয়ান এবং ৩০০ জন কাস্টমস ও অন্যান্য আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান। আমদানির ক্ষেত্রে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী সনাক্তকরণের লক্ষ্যে শুল্ক বিভাগকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সনাক্তকারী যন্ত্র (Identifier) সরবরাহ।
- ঔষধশিল্পে Metered Dose Inhalers (MDIs) প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য সিএফসি-১১ ও সিএফসি-১২ ফেজ আউট করার লক্ষ্যে UNEP ও UNDP-এর সহায়তায় এবং মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের অর্থায়নে Transition Strategy ও Conversion Project বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঔষধ শিল্প হয়ে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে মিটারড ডোজ ইনহেলার প্রস্তুতিতে সিএফসি সম্পূর্ণরূপে ফেজ আউট করা হয়েছে।

- রেফ্রিজারেশন সেক্টরে সিএফসিযুক্ত রেফ্রিজারেটরকে সিএফসিমুক্ত রেফ্রিজারেটরে কনভার্ট করার লক্ষ্যে রেট্রোফিট কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় ২০০০ টেকনিশিয়ানকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- রেফ্রিজারেটর রিট্রোফিট কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সারা দেশে প্রায় ৮০০ জন ওয়ার্কশপ মালিকদের মাঝে রিট্রোফিট টুলস ও ইক্যুইপমেন্ট বিতরণ করা হয়।
- ফোম সেক্টর হতে HCFC-141b ফেজ আউট করার লক্ষ্যে মাল্টিলেটারেল ফান্ডের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় কনভারশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে রেফ্রিজারেটর ফোম তৈরীতে HCFC-141b সম্পূর্ণরূপে ফেজ আউট করা হয়েছে।
- HCFC ফেজ-আউট করার জন্য HCFC Phase-out Management Plan (Stage-1) প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে HCFC Phase-out Management Plan (Stage-I)-UNEP Component প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত কাস্টমস কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তাদের "Green Trade for the Protection of the Ozone Layer" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে ৩৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরে নিয়োজিত শিক্ষক, প্রকৌশলী ও প্রশিক্ষকদের সমন্বয়ে ২টি প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে প্রায় ৪৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ঢাকায় ১০০জন টেকনিশিয়ানকে "Good Service Practices" বিষয়ক কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

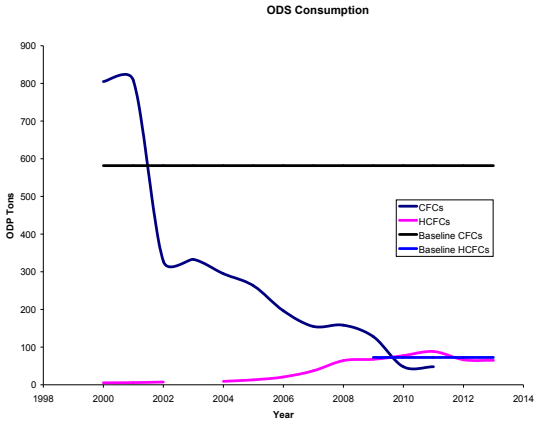

চিত্র ২১ঃ সিএফসি ফেজ আউট এর বছরভিত্তিক পরিসংখ্যান

পাশের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ অতি সফলতার সাথে সকল সেক্টর হতে ২০১৩ সাল হতে সিএফসি ফেজ আউট করতে সক্ষম হয়েছে। সিএফসি এর ভিত্তি ব্যবহার ৫৮১.৬০ ওডিপি টন। বাংলাদেশ এখন এইচসিএফসি ফেজ আউট করছে। এইচসিএফসি এর ভিত্তি ব্যবহার ২০০৯ ও ২০১০ সালের গড় ব্যবহার ৭২.৬০ ওডিপি টন। বাংলাদেশ ফোম সেক্টরে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৩ সালে ফ্রিজ টার্গেট বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২০১৫ সালের ১০% ফেজ্ আউট টার্গেট অর্জিত হবে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকান্ডের বিবরণ		২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫
(ক) শিল্পদূষণ নিয়ন্ত্রণ	প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র(কারখানার সংখ্যা)	৬,৮০৩	৫,১৩৪	৩,৯৫৯
	ছাড়পত্র নবায়ন	৭,৯৮৯	৮,১৫১	৬,৫৭০
	স্থাপিত ইটিপির সংখ্যা	১৯৮	২০৫	১৮৪
	পলিথিনের ব্যবহার রোধে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট হতে আদায়কৃত জরিমানার পরিমান(টাকা)	৫৮.৩৪ লক্ষ	৮৩.৩৪ লক্ষ	১.৭২ কোটি
(খ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ	আধুনিকীকরণকৃত ইটভাটার সংখ্যা	১২৬৯	১৮২০	৭৯৩
	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বায়ু দূষণের অপরাধে আদায়কৃত জরিমানার পরিমান	৭.২৬ লক্ষ	৫ লক্ষ	১.২৩ কোটি
	ইটভাটা সৃষ্ট বায়ুদূষণের কারণে আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ	২.১৬ কোটি	১.০৭ কোটি	২১ লক্ষ
	বায়ুমান মনিটরিং এর জন্য স্থাপিত CAMS এর সংখ্যা	১১	-	-
গ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	ECA ঘোষিত এলাকার সংখ্যা	-	-	১
	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা	২	৪	-
ঘ) মানবসম্পদ উন্নয়ন	নিয়োগকৃত জনবল সংখ্যা	১১৩	২০	১৮
	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	৩৮৯	৪২২	৪৪৬
ঙ) চলমান রিট মামলার সংখ্যা		৯৯	৫৮	১৯৬
চ) প্রণীত আইন/বিধিমালা/নীতিমালা/গাইডলাইন এর সংখ্যা		৭	৬	১
জ) মোবাইল কোর্ট /ক্ষতিপূরণ আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রম হতে মোট রাজস্ব আদায় (টাকা)		৭০.৮৪ কোটি	৫৯.৪৭ কোটি	৫৭.১৭ কোটি
ঝ) পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ সাধনের জন্য মোট ক্ষতিপূরণ আদায়	ক্ষতিপূরণ ধার্যকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৪৭৫	৬২৫	৪০২
	ক্ষতিপূরণ আদায়	২৭.৭৯ কোটি	৪১.০৬ কোটি	১৭.৮৪ কোটি
ঞ) প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক	মিট দ্যা পিপল(গুশুনানী) প্রোগ্রামের সংখ্যা	১০	১১	১১
	গৃহীত সিদ্ধান্ত	৮৮	১১৭	৬০

ভবিষ্যত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাঃ

স্বল্প মেয়াদে (৬ মাসের মধ্যে) সমাপ্য পরিবেশ অধিদপ্তরের অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কর্মপরিকল্পনার বিবরণ	বাস্তবায়নের সময়কাল	মন্তব্য
(০১)	(০২)	(০৩)	
১.	পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল পদের নাম সমজাতীয়করণ।	সেপ্টেম্বর ২০১৫	
২.	৮ জন পরিদর্শক নিয়োগ।	ডিসেম্বর ২০১৫	সম্পাদিত
৩.	দেশের বায়ু দূষণকারী সনাতন ইটভাটাসমূহকে আধুনিক প্রযুক্তিতে রুপান্তরকরণ।	মার্চ ২০১৬	৪৯.৮৪% ভাগ ইটভাটা পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।
৪.	পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় গবেষণাগারের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।	মার্চ ২০১৬	
৫.	ইটভাটা সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ রোধ।	এপ্রিল ২০১৬	
৬.	শিল্প দূষণকারী ওয়াশিং ও ডাইং কারখানাসমূহের ডাটাবেজ তৈরী।	ফেব্রুয়ারী ২০১৬	
৭.	এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	চলমান	
৮.	হাইকোর্টের পরিবেশ অধিদপ্তরের মামলাসমূহের জন্য কজলিস্ট সার্চ তৈরী।	ফেব্রুয়ারি ২০১৬	
৯.	পরিবেশ অধিদপ্তরের মামলা পরিচালনার জন্য একজন আইনজীবী নিয়োগ।	ফেব্রুয়ারি ২০১৬	
১০.	পরিবেশ আইনের সাথে অন্যান্য আইনের সাংঘর্ষিক বিষয়সমূহ পরিহারের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধন।	মার্চ ২০১৬	
১১.	Development of GIS based Industrial Database for the Department of Environment.	এপ্রিল ২০১৬	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ জেলাসমূহের ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ডাটাবেজ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে
১২.	দেশের সকল ইসিএ এর সীমানা নির্ধারণপূর্বক ইসিএ এলাকা এর উপর সংশোধিত প্রজ্ঞাপন জারী করা।	এপ্রিল ২০১৬	
১৩.	গ্লোবাল এনভাইরনমেন্ট ফ্যাসিলিটি(GEF) এর আওতায় GEF-6(২০১৪-১৮) সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য অগ্রাধিকার প্রকল্প চিহ্নিতকরণ এবং প্রকল্পের রুপরেখা প্রণয়ন।	এপ্রিল ২০১৬	প্রকল্প চিহ্নিকরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে
১৪.	বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৪ জারী করা।	ফেব্রুয়ারী ২০১৬	
১৫.	River Water Quality Report-2013 চূড়ান্ত করে প্রিন্ট করার ব্যবস্থা নেওয়া ।	জানুয়ারী ২০১৫	সম্পন্ন হয়েছে।
১৬.	River Water Quality Report-2014 চূড়ান্তকরণ	এপ্রিল ২০১৫	সম্পন্ন হয়েছে।
১৭.	পরিবেশগত ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে ইনফর্মেশন সিস্টেম ব্যবস্থা বজায় রাখা ।	এপ্রিল ২০১৬	চলমান

১৮.	নতুন এবং বিদ্যমান প্রকল্পসমূহের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে সেক্টর ভিত্তিক সাধারণ ও বিশেষ শর্তাবলী প্রণয়ন।	মার্চ ২০১৬	
১৯.	পরিবেশগত ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইইই/ইআইএ/ইএমপি, ফিজিবিলিটি রিপোর্ট এবং অন্যান্য দলিলাদির ক্ষেত্রে সেক্টর ভিত্তিক রিভিউ মেকানিজম তৈরী করা।	এপ্রিল ২০১৬	

মধ্য মেয়াদে (১ বছরের মধ্যে) সমাপ্য পরিবেশ অধিদপ্তরের অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কর্মপরিকল্পনার বিবরণ	বাস্তবায়নের সময়কাল	মন্তব্য
(০১)	(০২)	(০৭)	
১.	নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন।	অক্টোবর ২০১৬	
২.	শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ।	নভেম্বর ২০১৬	
৩.	পরিবেশ বিষয়ক আইন ও বিধিমালা প্রনয়ন এবং বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা সংশোধন/ হালনাগাদকরণ	মে ২০১৬	
৪.	ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ ও গাজীপুরে ৭টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ।	জুন ২০১৬	ইতোমধ্যে ১ টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মিত হয়েছে।
৫.	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ।	অক্টোবর ২০১৬	
৬.	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ব্যবহারকারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি	ফেব্রুয়ারী ২০১৬	
৭.	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের বিকল্প প্রযুক্তি হিসেবে Low GWP ও শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি গ্রহণ।	অক্টোবর ২০১৬	
৮.	ঢাকা মহানগরে অবস্থিত নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা।	অক্টোবর ২০১৬	
৯.	দেশে আরো ২টি সার্বক্ষনিক আন্ত দেশীয় বায়ু মনিটরিং কেন্দ্র (সিলেট ও রংপুর) স্থাপন।	অক্টোবর ২০১৮	
১০.	নদী চরের বালু দ্বারা ইট প্রস্তুতের পাইলট প্রকল্প প্রণয়ন বাস্তবায়ন করা	অক্টোবর ২০১৬	
১১.	NAMA প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে প্রচলিত ইটভাটাসমূহকে আধুনিক ইটভাটায় রুপান্তর করণ	অক্টোবর ২০১৬	
১২.	এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) প্রবর্তন	নভেম্বর ২০১৬	
১৩.	Brick Manufacturing Rule প্রনয়ণ	নভেম্বর ২০১৬	
১৪.	Implementation of Minamata Convention on Mercury.	**এপ্রিল ২০১৮**	
১৫.	পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধির সংকলন।	নভেম্বর ২০১৬	
১৬.	বর্তমান ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির পরিবীক্ষণ স্টেশনগুলো পুনঃস্থাপন।	সেপ্টেম্বর ২০১৬	
১৭.	ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির জিআইএস ভিত্তিক পরিবীক্ষণ স্টেশন স্থাপন	নভেম্বর ২০১৬	
১৮.	হালদা নদীকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা।	অক্টোবর ২০১৫	
১৯.	National Biodiversity Strategy and Action Plan-কে জাতিসংঘ সনদের আওতায় গৃহীত কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০ এর সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ এবং হালনাগাদ করে প্রণয়ন।	নভেম্বর ২০১৬	

২০.	একটি মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি এবং আন্ত:সংস্থা ইআইএ রিভিউ মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করা ।	নভেম্বর ২০১৬	
২১.	গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলোর ক্ষেত্রে ইআইএ গাইডলাইন প্রণয়ন এবং ফলো-আপ, মনিটরিং ও পরিদর্শন নীতিমালা তৈরী করা ।	অক্টোবর ২০১৬	
২২.	জেলা ও বিভাগীয় অফিসের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কার্যক্রম অডিট করা ।	নভেম্বর ২০১৫	
২৩.	ETP এর Sludge কিভাবে দূষণমুক্ত উপায়ে অপসারণ করা যায় তার সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা ।	ডিসেম্বর ২০১৬	
২৪.	পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য ১ শত জন ঘন্টা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।	জুন ২০১৬	
২৫.	কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ডাটা বেইজ প্রণয়ণ।	ডিসেম্বর ২০১৫	

দীর্ঘ মেয়াদে (৩ বছরের মধ্যে) সমাপ্য পরিবেশ অধিদপ্তরের অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কর্মপরিকল্পনার বিবরণ	বাস্তবায়নের সময়কাল	মন্তব্য
(০১)	(০২)	(০৩)	
১.	দেশের সকল জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ।	সেপ্টেম্বর২০১৮	
২.	ঢাকা শহরের চতুর্দিকে প্রবাহমান ৪টি নদী ইসিএ-এর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন	অক্টোবর ২০১৮	
৩.	পরিবেশ বিষয়ক আইন ও বিধিমালা প্রনয়ন এবং বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা সংশোধন/ হালনাগাদকরণ	জানুয়ারী ২০১৮	
৪.	জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	ডিসেম্বর ২০১৯	
৫.	ইটভাটা সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ রোধ।	জুন ২০১৭	
৬.	২১ টি জেলা ও ২টি বিভাগে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ	জুন ২০১৮	
৭.	পলিথিনজাত মোড়ক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ।		
৮.	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সমন্বিত অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ	জুন ২০১৫	
৯.	Third National Communication (TNC) রিপোর্ট প্রণয়ন।	জুন ২০১৭	
১০.	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২০ বাস্তবায়ন	জুন ২০২০	
১১.	National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) for Bangladesh Updating and Mainstreaming	জুন ২০১৬	
১২.	ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক' বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ।	জুন ২০১৬	
১৩.	ঢাকার হাজারীবাগে অবস্থিত চামড়া শিল্প হতে পানি দূষণ রোধ।	জুন ২০১৬	
১৪.	Low Emission Development Strategy প্রণয়ন	জুন ২০১৬	
১৫.	রান্নার কাজে ব্যবহৃত সনাতন চূলার পরিবর্তে উন্নত চূলার প্রচলন।	জুন ২০১৭	
১৬.	উন্নত Rice Parboiling System প্রবর্তন	জুন ২০১৮	
১৭.	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটি NAMA প্রকল্প হিসেবে দেশের সকল জেলায় বাস্তবায়ন	জুন ২০১৮	
১৮.	বাংলাদেশে পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে ইটপ্রস্তুত এবং বিদ্যুৎ/ জ্বালানী খাতে গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমণ হ্রাস।	ডিসেম্বর ২০১৮	
১৯.	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ।	ডিসেম্বর ২০১৮	
২০.	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহারকারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও একই সাথে শক্তি সাশ্রয়ী বিকল্প প্রযুক্তি গ্রহণ।	ডিসেম্বর ২০২০	

২১.	প্রতিবছর কমপক্ষে ৫০০ টি কারখানার মনিটরিং এর আওতায় আনা	২০১৮	
২২.	বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পলিথিনের সুফল ও কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	২০১৯	
২৩.	পরিবেশ অধিদপ্তরের অফিস বিল্ডিং (Green Building - 6 Floor) নির্মাণ	ডিসেম্বর ২০১৬	
২৪.	Implementation of Stockholm Convention on POPs.	ডিসেম্বর ২০১৮	
২৫.	জাফলং-ডাউকি নদী প্রতিবেশ সঙ্কটাপন্ন এলাকার জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।	নভেম্বর ২০১৭	জাফলং-ডাউকি নদী প্রতিবেশ সঙ্কটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম পরিকল্পনাধীন রয়েছে।
২৬.	হালদা নদী প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ।	ডিসেম্বর ২০১৭	
২৭.	সুন্দরবন ইসিএ এলাকায় ইসিএ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন	ফেব্রুয়ারী ২০১৮	
২৮.	ভূপৃষ্ঠস্থ পানির অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম চালু করা।	ডিসেম্বর ২০১৮	
২৯.	তরল বর্জ্য সৃষ্টিকারী সকল শিল্প কারখানার সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং অনলাইন মনিটরিং পদ্ধতি স্থাপন।	নভেম্বর ২০১৮	
৩০.	সকল শিল্প এলাকা ও আশেপাশের এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির গুনগতমান পরিবীক্ষণ, ডেটাবেজ তৈরি ও রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করা।	ডিসেম্বর ২০১৭	
৩১.	"Ecosystem Based Approaches to Adaptation (EBA) in the Drought Prone Barind Tract & Haor Wetland Area" শীর্ষক প্রকল্পের মূল প্রকল্প দলিল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন(প্রকল্প দলিল প্রণীত হয়েছে)।	অক্টোবর ২০১৭	
৩২.	স্টেকহোল্ডারগণের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রকল্প প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন	জুন ২০১৮	
৩৩.	পরিবেশ সম্মত ভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পাইলট প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	জুন ২০১৮	

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ

পরিবেশ নীতিমালা ও পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে পরিবেশ অধিদপ্তরের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন ও দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাড়বায়ন করে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ০৯টি প্রকল্প (বিনিয়োগ প্রকল্প-০১টি এবং কারিগরি প্রকল্প-০৮টি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২৬৬৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৩৮.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ২৫২৯.০০ লক্ষ টাকা)। বরাদ্দের অনুকূলে মোট ব্যয় হয়েছে ১২৬০১.৭৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের আর্থিক ৯৭.৫৫%ও বাস্তব ৯৯.৬৬% (জিওবি ১১৯.৮৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৮৭% এবং প্রকল্প সাহায্য ২৪৮১.৯০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৯৮.১৪%)। এ সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন ও জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডভূক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ-

(ক) এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহঃ

১। নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (কেস) প্রকল্প (বিনিয়োগ প্রকল্প)

ক্রমবর্ধমান শহরমুখী জনসংখ্যার কারণে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মান, নির্মান সামগ্রী প্রস্তুত, যানবাহনের সংখ্যা ও কলকারখানার বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদী বায়ুদূষণ পরিবীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, বর্ষাকালসহ অন্যান্য মৌসুমে বাতাসে গ্যাসীয় পদার্থ ও বস্তুকণা সহনীয় মাত্রায় থাকলেও, শুস্ক মৌসুমে (নভেম্বর - মার্চ মাসে) রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে বস্তুকণা সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি থাকে। ক্ষতিকর রাসায়নিক ও সূক্ষ্ম বস্তুকণা প্রশ্বাসের সংগে গ্রহনের ফলে স্বল্পমেয়াদে শ্বাসকষ্ট, শ্বাসযন্ত্রে প্রদাহ, চোখ জ্বলা ও ফুসফুসের রোগসহ বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী বায়ু বায়ুদূষণের প্রভাবে দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং এমনকি স্নায়ুতন্ত্র, কিডনি, লিভার ও মস্তিকের ক্ষতি হতে পারে। এসব রোগ অনেক সময় মানুষের অকাল মৃত্যুর ও কারণ। বায়ুদূষনের কারনে উদ্ভিদকোষের বিপাক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কৃষি উৎপাদন কমে যায়। ফলশ্রুতিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মানবস্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের বিরূপ ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ইতোমধ্যে সমাপ্তকৃত এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় "নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (কেস)" প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্যে হল রাজধানী ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোর বায়ুদূষণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তরের কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১.১ বায়ুমান পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ

কেস প্রকল্পের আওতায় বায়ুদূষণ পরিবীক্ষণের জন্য রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে সর্বমোট ১১টি (ঢাকা শহরে ০৩টি, চট্টগ্রাম শহরে ০২টি, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর শহরে ১টি) সার্বক্ষণিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই সকল পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর বায়ুদূষক যথা: বস্তুকণা $_{২.৫}$ ($PM_{2.5}$) এবং বস্তুকণা $_{১০}$ (PM_{10}) , কার্বন মনো অক্সাইড(CO), ওজন (O_3), সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)ও নাইট্রোজেন-এর অক্সাইড (NOx) সমূহ পরিমাপ করা হয়।

এছাড়াও উক্ত সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আবহাওয়ার সংগে সম্পর্কিত উপাত্ত সমূহ পরিমাপ করা হয়, যেমন: বায়ুর গতি (Wind Speed), বায়ুর দিক (Wind Direction), আদ্রতা (Humidity), তাপমাত্রা (Temperature), উলম্ব বায়ুর (Vertical Wind Speed) গতি ইত্যাদি। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্রের অবস্থান নিম্নোক্ত চিত্রে দেখানো হয়েছে।

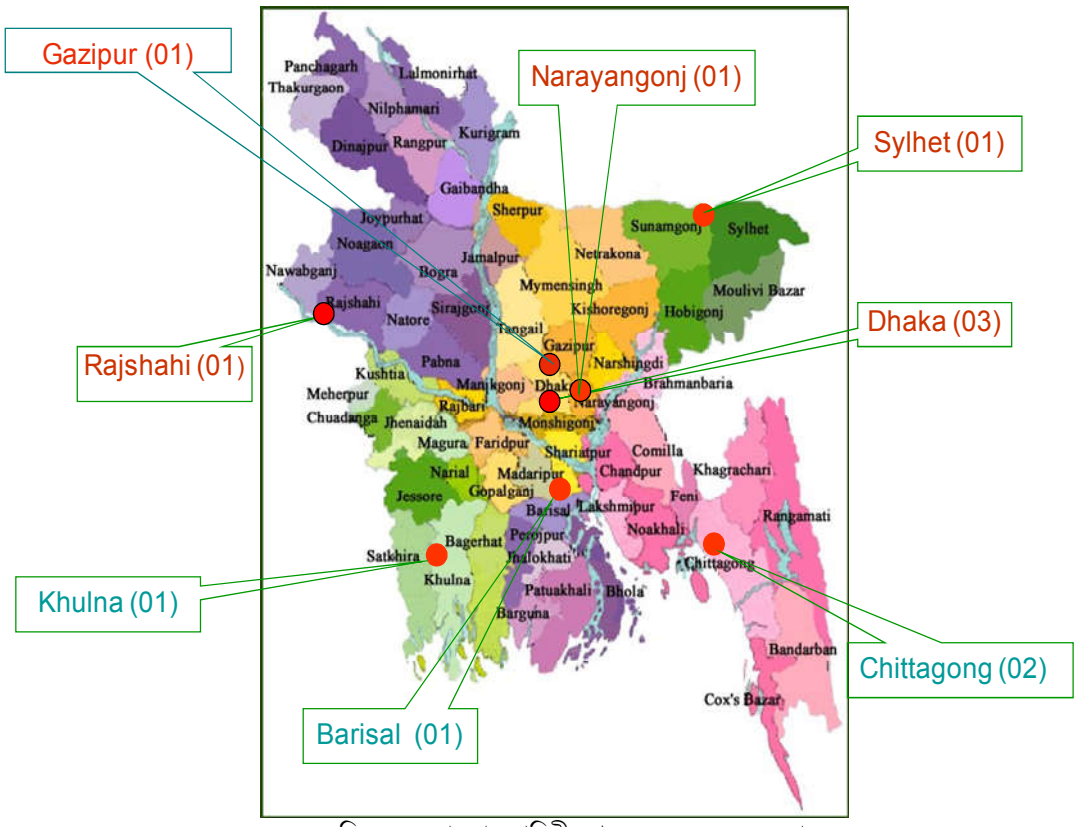

চিত্র-২২: বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র সমূহের অবস্থান

কেস প্রকল্পের আওতায় সদর দপ্তরের তৃতীয় তলায় একটি কেন্দ্রিয় উপাত্ত নিয়ন্ত্রন (Central Data Server) কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে একটি কম্পিউটার Software (Envidas) এর মাধ্যমে সকল পরিবীক্ষণ কেন্দ্রের উপাত্ত সমূহে প্রবেশ করা যায়। এই কেন্দ্রিয় সার্ভার এর মাধ্যমে সকল মনিটরিং কেন্দ্রের উপাত্ত একসাথে অবলোকন করা যায় এবং যে কোন সময়ে ডাইনলোড (download) করে সংরক্ষণ করা যায়। কেন্দ্রিয় সার্ভার কক্ষটি সার্বক্ষণিকভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শহরে স্থাপিত বায়ুমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং যে কোন সময়ের প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম।

এই কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা পূর্বক প্রতিদিন বায়ূমান সূচক (AQI) নিরূপনপূর্বক তা প্রকল্পের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষক কেন্দ্র সমূহের প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষনপূর্বক প্রতি মাসে একটি করে মাসিক প্রতিবেদনও প্রণয়ন করা হয়, উক্ত প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রকল্পের ওয়েবসাইটে (www.case.moef.gov.bd) প্রকাশ করা হচ্ছে। সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, সারা বছরের বায়ুর মানমাত্রা বস্তুকণা$_{১০}$ ও বস্তুকণা$_{২.৫}$ ব্যতীত বায়বীয় দূষক সমূহের পর্যবেক্ষণ ফলাফল সরকার নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যেই অবস্থান করে।

সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে বস্তুকণা$_{১০}$ ও বস্তুকণা$_{২.৫}$ এর মান বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশী থাকে এবং প্রায়শই নির্ধারিত বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করে। এই অধিক মাত্রার বায়ুদূষণের মূল কারণ হল শুষ্ক মৌসূমে ইটের ভাটা সমূহ চালু হয়, বৃষ্টিপাত কম হয় এবং বাতাসের গতিবেগ কম থাকে এই কারনে রাস্তঘাটেও বস্তুকণার উপস্থিতি প্রচুর পরিমানে লক্ষ করা যায় । কিন্তু বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বায়ুতে বস্তুকণার পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে থাকে।

১.২ মোটরযান নিঃসৃত ধোঁয়া পরিবীক্ষণ কার্যক্রমঃ

বায়ুদূষণের অন্যতম একটি উৎস মোটরযান থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া। পরিবেশ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত মোটরযান নিঃসৃত ধোঁয়া পরিবীক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। পরিবীক্ষণ কর্মসূচীতে যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও উপাত্ত সংগ্রহের কাজে কেস প্রকল্প সহযোগিতা করছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে মোট ৫০৯ টি গাড়ীর ধোঁয়া পরিবীক্ষণ করা হয়েছে এবং অধিক ধোঁয়া নিঃসরণের কারণে প্রায় ২১১ টি গাড়ীর বিরুদ্ধে মোটরযান অধ্যাদেশ অনুযায়ী মামলা করা হয়েছে।

১.৩ ইট ভাটার দূষণ নির্গমন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশে নির্মাণশিল্পের অন্যতম প্রধান উপকরণ ইট। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি নির্মাণশিল্পের ব্যাপকতা ও বহুমুখিতার প্রেক্ষাপটে ইটের চাহিদা ক্রমাগতভাবে বেড়ে যাচ্ছে। ইট প্রস্তুত উচ্চ জ্বালানী নির্ভর একটি প্রযুক্তি। ইটভাটার নিঃসরণ বিশেষ করে শীতকালে বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান উৎস হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব ইটভাটা প্রযুক্তির প্রবর্তন ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নির্মল বায়ু ও টেকসই (কেস) প্রকল্পের আওতায় ইটভাটার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের কারিগরী সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১২০ ফুট উচ্চতার স্থায়ী চিমনীর ইটভাটাকে জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব জিগজাগ পদ্ধতিতে রুপান্তর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নারায়নগঞ্জের ভুলতায় একটি ইটভাটাকে উন্নত জিগজাগ পদ্ধতিতে রুপান্তর করা হয়েছে। রূপান্তরিত ভাঁটায় প্রচলিত স্থায়ী চিমনির ভাটার তুলনায় উল্লেযোগ্য হারে কম জ্বালানীর ব্যবহার ও ৭০-৮০% দূষণ কমানো সম্ভব হয়েছে। এই সফলতার ধারাবহিকতায় দেশের ৭টি বিভাগে পাইলটিং এর কাজ চলছে। এছাড়া কেস প্রকল্পের আওতায় আরো ৭ টি ছাদবিশিষ্ট জিগজ্যাগ ইটভাটা, ৫ টি হরাইজন্টাল শ্যাফট্/ মিনি টানেল ইটভাটা প্রদর্শনীর কাজ চলছে। এ প্রকল্পের আওতায় মাটি না পুড়িয়ে বিকল্প ইট প্রস্তুতের জন্য- ধানের কুড়ার ছাই, পাথর ডাস্ট, পাথর চিপস, গ্রাভেল চিপস, সিমেন্ট ও বালির সমন্বয়ে নারায়নগঞ্জের রুপগঞ্জে স্কাইভিউ গ্রুপের কারাখানায় পাইলট প্রদর্শনী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইট বিষয়ক একটি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করে উদ্যোক্তাদের ইট প্রস্তুতের বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

১.৪ প্রাতিষ্ঠানিক আইন প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমঃ

সরকার সম্প্রতি ''ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩'' জারী করেছে যা ১ জুলাই ২০১৪খ্রিঃ তারিখ থেকে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ আইনের আলোকে ইট তৈরিতে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটা স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। কেস প্রকল্পের সহায়তায় ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রন) বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। এ বিষয়ে গত ০৯ এপ্রিল, ২০১৫ইং তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের উপস্থিতিতে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল, উক্ত কর্মশালায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ এবং পরিবেশ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বুয়েট, ঢাকা বিভাগের আওতায় অবস্থিত জেলা সমূহের জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বাংলাদেশ ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতি ঢাকা বিভাগের আওতায় অবস্থিত জেলাসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রিয় পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যমান বায়ুমান মাত্রা ও মোটরযান থেকে নিঃসরণ মাত্রা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের সহায়তায় এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, যা বর্তমানে পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়ে চুড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় মোটরযান হতে বায়ুদূষণ হ্রাসের লক্ষ্যে একটি কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। যা ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

১.৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

ক) স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসাবে অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে নিয়মিতভাবে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় Calibration,

Weekly Instument Test Parameter & Weekly Inspection Check List বিষয়ে ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ ২৯-৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ এ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ১০ জন এবং প্রকল্পের ৪ জনসহ মোট ১৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। এ ছাড়াও CAMS ও Vehicular Emission যন্ত্রপাতি প্রকিউরমেন্ট এর বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের এবং প্রকল্পের সহ মোট ১০ জন কর্মকর্তাদের কে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিগত ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ ইং সময়ে উক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

খ) আর্ন্তজাতিক প্রশিক্ষণঃ বিগত ১৯-২১ নভেম্বর ২০১৪ শ্রীলংকাতে রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত Better Air Quality (BAQ) Conference এ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মকর্তা সহ মোট ৬ জন অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া এবং ১১-১৪ এপ্রিল ২০১৫ ভিয়েতনাম এবং ০৯-১২ এপ্রিল গণচীনে Brick Production & Technology Use শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণে ২ধাপে মোট ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

১.৬ বায়ুমান সংক্রান্ত প্রচারাভিযান কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত রিপোর্ট/সমীক্ষা রিপোর্ট, গবেষণামূলক নিবন্ধ এবং অন্যান্য কার্যাবলী প্রকাশের নিমিত্ত একটি ওয়েবসাইট (www.case-moef.gov.bd) চালু করা হয়েছে। এছাড়া বায়ুদূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক ডকুমেন্ট প্রস্তুত করে মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। জুন ০৫-১১, ২০১৫ ইং তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় প্রকল্প প্রস্তুতকৃত জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন পোস্টার, লিফলেট, ব্রশিউর এবং অন্যান্য সামগ্রি বিতরণ ও প্রচার করা হয়েছে। এছাড়াও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা ও বিভাগীয় অফিসের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির ইটভাটা, পরিবেশ দূষণ বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের লিফলেট ও ব্রশিউর বিতরণ করা হয়েছে।

২। আপডেটিং এন্ড মেইনস্ট্রিমিং অব্ ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান ফর বাংলাদেশ (এনবিস্যাপ)- (কারিগরি প্রকল্প)

গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জেফ্) অর্থায়নে গৃহীত "আপডেটিং এন্ড মেইনস্ট্রিমিং অব্ ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান ফর বাংলাদেশ (এনবিস্যাপ)" শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল অক্টোবর ২০১৩-সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত এবং মোট প্রাকল্পিত ব্যয় ৩৫৯.৮০৫ লক্ষ টাকা (জিওবি-ইনকাইন্ড ১৩৮.৪৫০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ২২১.১৬০ লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো: National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) হালনাগাদকরণ, সিবিডি-এর ৫ম জাতীয় প্রতিবেদন তৈরি এবং জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত ওয়েব-বেইজড তথ্যভান্ডার Clearing House Mechanism (CHM) তৈরি করা। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো:- জীববৈচিত্র্য বিষয়ে জনগণের শিক্ষা-সচেতনা বৃদ্ধিকল্পে রাইটিং প্যাড (২০০০টি), ফোল্ডার (২৫০০টি), স্লোগান খচিত কলম (১৫০০টি) ও বুকলেট (২০০০টি) ইত্যাদি আউটরিচ্ ম্যাটেরিয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে, যেগুলো প্রশিক্ষণ-কর্মশালায় বিতরণ করা হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে ৫টি এবং বিভাগীয় পর্যায়ে চট্টগ্রামে ১টি পরামর্শ কর্মশালায় সরকারী/বেসরকারী সংস্থার ৬৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র বিষয়ক সম্ভাব্য কার্যক্রমসমূহ (টার্গেট) এবং সিবিডি-তে দাখিলের জন্য জীববৈচিত্র বিষয়ক ৫ম জাতীয় প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

৩। বাংলাদেশ: রিভিশন এন্ড এ্যালাইনমেন্ট অব ন্যাশনাল এ্যাকশন প্রোগ্রাম (এনএপি) উইথ ইউএনসিসিডি ১০- ইয়ারস্ স্ট্র্যাট্রেজি প্লান এন্ড ফ্রেমওয়াক প্রকল্প।

জিইএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত" বাংলাদেশ: রিভিশন এন্ড এ্যালাইনমেন্ট অব ন্যাশনাল এ্যাকশন প্রোগ্রাম (এনএপি) উইথ ইউএনসিসিডি ১০- ইয়ারস্ স্ট্র্যাট্রেজি প্লান এন্ড ফ্রেমওয়াক" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৭.১৬ লক্ষ (জিওবি ইন কাইন্ড ৯১.২১ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১১৫.৯৫ লক্ষ টাকা) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো To fulfill reporting obligation of the UNCCD and alignment of National Action Program. প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলোঃ এ প্রকল্পের আওতায় UNCCD 6th National Report প্রণয়ন করে UNCCD সচিবালয়ে ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২টি আলোচনা সভার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিগত ১৭ জুন ২০১৫ বিশ্ব মরুময়তা প্রতিরোধ দিবস (World Day to Combat Desertifiation- WDCD) উদযাপন করতঃ ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশে ভুমির অবক্ষয় রোধ এবং করার বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, বরিশাল, খুলনা, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন সরকারী দপ্তর, সাংবাদিক, এনজিও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কৃষকগণের অংশগ্রহনে ৭টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারসমূহে সকলের মতামত গ্রহণ করা হয়। সকল বিভাগে ভূমির অবক্ষয় রোধ এবং খরার বিরূপ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। Bangladesh: Rivision and Alignment of National Action Program (NAP) with UNCCD 10-years Strategic Plan and Framework প্রকল্পের আওতায় Action Program (NAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। অধিকন্ড়প্রকল্পের আওতায় Bangladesh| Combating Land Degradation and Drought Series-1 and 2 প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

৪। বাংলাদেশ ব্রিক কিলন্স এফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (সাপোর্টিং ব্রিক সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, এডিবি টিএ-৮১৯৭ বান)

এডিবি অর্থায়নে পরিচালিত "বাংলাদেশ ব্রিক কিলন্স এফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৩ -ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত এবং মোট প্রাকল্পিত ব্যয় ৬৯৯.৬৪ লক্ষ টাকা (জিওবি-ইনকাইন্ড ৮৮.৩৯ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৬১১.২৫ লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো: পরিবেশ রক্ষায় আধুনিক ইটভাটা স্থাপনের মাধ্যমে কার্বন নির্গমন হ্রাস করার লক্ষ্যে ইটভাটাগুলোতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা প্রদান করা। এ প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কর্মকান্ডগুলো হলো:- (ক) এডিবি কর্তৃক নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ পর্যন্ত আবেদনকৃত ঋণ প্রদানযোগ্য প্রতিষ্ঠানের টেকনিক্যাল ভেরিফেকেশন সম্পন্ন হয়েছে। (খ) উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটার প্রচলন এবং ইটের আইন-কানুন বিষয়ে উদ্যেক্তা তথা ভাটা মালিক, অর্থায়নকারী ব্যাংক সমূহের প্রতিনিধি এবং সরকারী/বেসরকারী সংস্থার ৫০০ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণে ৫টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫। ইমপ্লিমেন্টেশন অব্ দি ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক (আইএনবিএফ) :

ইউনেপ-জিএফ এর অর্থায়নে পরিচালিত "ইমপ্লিমেন্টেশন অব্ দি ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক অব বাংলাদেশ (আইএনবিএফ)" শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৪৮.০৮৬ লক্ষ টাকা (জিওবি-ইনকাইন্ড ৪৩১.৯৭৩ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৭১৬.১১৩ লক্ষ)। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো: বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নপূর্বক বায়োসেফটি বিষয়ক সামর্থ অর্জন করা, এবং সার্বিক উদ্দেশ্য হলো: কার্টাগেনা প্রটোকল অন্ বায়োসেফটি-এর বাধ্যবাধকতা পরিপূরণের উদ্দেশ্যে কার্যকর এবং গতিশীল ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য জোরদার করার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মানবস্বাস্থ্য অটুট রাখা। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম হলো: বায়োসেফটি বিষয়ে ন্যাশনাল পলিসি তৈরি করা, বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক, গাইডলাইন্স, ম্যানুয়াল ইত্যাদি হালনাগাদ করা; GMOs/LMOs ব্যবহারের জন্য আবেদনপত্র মূল্যায়ন ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাঠামো জোরদার করা; বায়োসেফটি মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট সিস্টেম শক্তিশালী করা; বায়োসেফটি বিষয়ে জনসচেতনতা, শিক্ষা ও জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। বায়োসেফটি রেগুলেশন সমন্বয়ের লক্ষ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজ গুলো হলো: কনসালটেশন অন্ বায়োসেফটি রেগুলেটরী প্রসেসেস , কনসালটেশন অন্ বায়োসেফটি রেগুলেটরী ডকুমেন্টস, কনসালটেশন অন্ ড্রাফট বায়োসেফটি পলিসি এন্ড আপডেটিং অফ বায়োসেফটি রুলস এন্ড গাইডলাইনস সংক্রান্ত ৩ (তিন) টি স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ৩টি কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট সরকারী/বে-সরকারী সংস্থার প্রায় ৩০০ (তিনশত) জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বায়োসেফটি সংক্রান্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বায়োসেফটি প্রজেক্ট ব্রিফ-৩০০০ (তিন) হাজার, বায়োসেফটি বুকলেট-৩০০০ (তিন) হাজার, বায়োসেফটি লিফলেট-৩০০০ (তিন) হাজার, বায়োসেফটি রাইটিং প্যাড-৩০০০ (তিন) হাজার, ও বায়োসেফটি ফোল্ডার-৩০০০ (তিন) হাজার কপি মুদ্রন করা হয়েছে। বায়োসেফটি পলিসি এবং বায়োসেফটি মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট ম্যানুয়াল-এর প্রথম খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। বায়োসেফটি রুলস এর ইংরেজি অনুবাদ তৈরী করা হয়েছে। বায়োসেফটি রুলস এবং গাইডলাইন্সের সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারটিকে আধুনিক বায়োসেফটি/জিএমও ডিটেকশন ল্যাব-এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ল্যাব স্পেসকে সাজানো এবং আসবাবপত্রের ফিটিং-ফিক্সিং এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বায়োসেফটি ল্যাবের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যেমন : (1) Real-Time PCR System with computer and other accessories, (2) Gel Documentation System (3) High Speed Refrigerated Centrifuge (4) Horizontal gel Electrophoresis With power pack (5) lnverted Microscope (6) Deep freeze (-4ooc) (7) Freeze(r- 20'C) (8) Block Heater (9) Single Door Autoclave (10) Autoclave(Small) (11) Ultra low Temperature Freeze(r- 86'C) (12) UV hood/PCR Workstations (13) Natural Convection Oven (14) Incubator(low temperature) (15) Class ll Biological Safety cabinet (16) Ultra pure Water Purification (17) Glass Distillation plant (Quartz Quoted Heater) (18) Water bath (19) Thermal Cycler (PCR System) with Temperature Gradient facility (20) Fluoro meter (21) Stomacher (22) Homogenizer (23) Centrifuge Mini (24) Pipette সহ আরো অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬। ইমপ্লিমেনটেশন অব এইচসিএফসি ফেজ- আউট ম্যানেজমেট প্ল্যান (স্টেজ-১)

পরিবেশ অধিদপ্তরে বাস্তবায়নাধীন ইমপি- মেনটেশন অব এইচসিএফসি ফেজ- আউট ম্যানেজমেট প্ল্যান (স্টেজ-১) ইউএনইপি- কম্পোন্যান্ট প্রকল্পটি মোট টাকা ২৯৩.৪২ লক্ষ (প্রকল্প সাহায্য টাকা ২৭৫.১৩ লক্ষ, জিওবি ১২.৬০ লক্ষ, সিডি ভ্যাট ৫.৬৯ লক্ষ) ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৪ - জুন, ২০১৭ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অর্থায়নকারী সংস্থা এম এল এফ/ইউনেপ। মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রিফ্রিজারেশন সেক্টরে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদান; সার্ভিসিং সেক্টরে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের জন্য Code of Practice প্রণয়ন ও বিতরণ; ওডিএস এর আমদানী রফতানী নিয়ন্ত্রণ ও চোরাচালান রোধের জন্য কাস্টমস ও সংশ্লিষ্ট আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় Identifier সরবরাহ; এবং ওজোনস্তর ক্ষয়রোধের লক্ষ্যে আমদানীকারক, ব্যবহারকারী ও জনগণের মধ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা ইত্যাদি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার ভিত্তি বছরের ব্যবহারের তুলনায় ২৪.৫৩ ওডিপি টন কমিয়ে আনা হবে।

প্রকল্পটির আওতায় মূল কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

ক) রিফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং সেক্টরে নিয়োজিত টেকনিশিয়ানদের জন্য কোড অব প্রাকটিস প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ।
খ) রিফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং সেক্টরে নিয়োজিত টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
গ) ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী ও চোরাচালান রোধের লক্ষ্যে কাষ্টমস অফিসার ও সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।
ঘ) চোরাচালান রোধের লক্ষ্যে Customs Entry Point গুলোতে ODS Identifier প্রদান।
ঙ) বেসলাইন সার্ভের মাধ্যমে Communication Materials নির্ধারণ, মুদ্রণ ও বিতরণ।
চ) দৈনিক পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ, ভিডিও ফিল্ম ইত্যাদি তৈরী করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

ক) রিফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং সেক্টরে নিয়োজিত টেকনিশিয়ানদের জন্য ট্রেনিং ম্যানুয়ালের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে;
খ) রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরে নিয়োজিত টেকনিশিয়ানদের জন্য সহায়ক ৫টি পুস্তক মুদ্রণ করা হয়েছে;

পুস্তকগুলো হলোঃ

ক্রঃনং	বইয়ের নাম	সংখ্যা
১.	হিমায়ক	২৫০০ টি
২.	হিমায়ন চক্রের অংশ ও উপাংশ	২৫০০ টি
৩.	রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং-এ ব্যবহৃত কুলিং এ্যাপ- ায়েন্স	২৫০০ টি
৪.	রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং-এর কাজে ব্যবহৃত টুলস ও ইক্যুইপমেন্ট	২৫০০ টি
৫.	রিফ্রিজারেশন এ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরে প্রচলিত ইলেকট্রিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট ও সার্কিট	২৫০০ টি

গ) স্থানীয় প্রশিক্ষক দ্বারা রিফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং সেক্টরে নিয়োজিত ৯৮৫ জন টেকনিশিয়ান-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
ঘ) বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষক দ্বারা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী ও চোরাচালান রোধের লক্ষ্যে কাষ্টমস অফিসার, কোস্টগার্ড, পুলিশ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সংশি- ষ্ট কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন বিভাগের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ৪০ জন কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
ঙ) বৈদেশিক প্রশিক্ষক দ্বারা কারিগরি অধিদপ্তর, বিভিন্ন সেক্টর ও সংস্থার শিক্ষকসহ ৪০ জন প্রশিক্ষক-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
চ) কাস্টমস অফিসার ও সংশি- ষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নীতি নির্ধারকদের জন্য ট্রেনিং ম্যানুয়ালের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে;

চিত্র-২৩:রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সনদ বিতরণ।

চিত্র-২৪:কাস্টমস প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানের সনদপত্র বিতরণ।

৭। বাংলাদেশ : থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (টিএনসি) টু দি ইউএনএফসিসিসি :

GEF এর অর্থায়নে ''বাংলাদেশ : থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (টিএনসি) টু দি ইউএনএফসিসিসি" শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৭, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭৮.৫৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ঃ ২৬.৯৫ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্যঃ ৩৫১.৬০ লক্ষ টাকা)। বাংলাদেশ সরকারের voluntary obligation হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রাসংগিক তথ্যাদি সমৃদ্ধ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এ পেশ করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভোগ ও সমস্যা হতে দেশকে সুরক্ষাকরণ ও দেশে জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করাও এই প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য। তাছাড়া Green House Gas Inventory প্রস্তুত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে সহায়তা করণও এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো: প্রকল্পের ৩ (তিন) টি পদের মধ্যে ১৬ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজেক্ট ম্যানেজার, ১৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্ট এবং ০৪ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে ফাইন্যান্স এসিস্ট্যান্ট প্রকল্পের কাজে যোগদান করেছেন। প্রকল্পের ৫ (পাঁচ) টি কম্পোনেন্ট এর কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করার জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুসরণ করে যাবতীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মূল্যায়ন কার্যক্রম শেষে Negotiation সম্পন্ন করে তিনটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ক) Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS); (খ) Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS, NACOM, C3ER, BRAC University) এবং (গ) Engineering Resources International (ERI Ltd, BUET, ERI Pool of Experts) কে প্রকল্পের ৫ টি কম্পোনেন্টের কার্যাবলী সম্পন্নকরণ এবং রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত করে তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত যন্ত্রপাতি (৫টি কম্পিউটার, ৫টি ইউপিএস, ২ টি প্রিন্টার, ১ টি ল্যাপটপ, ১টি ফ্যাক্স মেশিন, ২টি ফটোকপিয়ার) ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটি, জাতীয় কারিগরী উপদেষ্টা কমিটি, ৫টি কোর সেক্টরাল ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৩ টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের ৫ টি কম্পোনেন্টের কাজের উপর ৫টি Inception Report প্রস্তুত করে জমা দেওয়া হয়েছে।

TNC-র মূল প্রতিবেদনের জন্য নিম্নলিখিত ৫টি কাজের উপর ৫টি Chapter/প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে:

১) National Circumstances এর ওপর একটি Chapter/ প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ হচ্ছে যাতে দেশের জলবায়ু, ভূমিগঠন, ভূতত্ত্ব, পানিতত্ত্ব, আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং দেশের মানুষের জীবন, জীবিকা ও দারিদ্রতার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সম্পর্কে তথ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি হ্রাস করণের দিক নির্দেশনা থাকবে।

২) Greenhouse gas inventory এর ওপর একটি Chapter/ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার কাজ হচ্ছে যার আওতায় বাংলাদেশে গ্রীণহাউজ গ্যাস নির্গমনের বিভিন্ন উৎস সনাক্তকরণ ও এসব উৎস হতে নির্গমনকৃত গ্যাসের পরিমান নির্ধারণে বাস্তবভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

৩) Programmes containing measures to mitigate GHG emission এর ওপর একটি Chapter/ প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ হচ্ছে যার আওতায় গ্রীণহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস/প্রশমন কার্যক্রম গ্রহনের নিমিত্তে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে।

৪) Studies on vulnerability and impacts and formulate programmes containing measures to facilitate adequate adaptation to climate change এর ওপর একটি Chapter/ প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ হচ্ছে যার আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সংগঠিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নির্ণয় এবং বিভিন্ন সেক্টরে এসব দূর্যোগের প্রভাব ও ঝুঁকি সম্পর্কিত সমীক্ষা সম্পাদনসহ অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমের ওপর দিক নির্দেশনা থাকবে।

৫) Programmes and plans that are considered relevant towards achieving the objectives of the UNFCCC and Constraints and Gaps and related financial, technical and capacity needs এর ওপর জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ নিরীক্ষাকরণসহ এ সম্পর্কিত দেশের কর্ম পরিকল্পনা, নীতি ও করণীয় সম্পর্কিত তথ্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এছাড়াও এই প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী, আর্থিক ও দক্ষতার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত করা হবে।

উপরোল্লিখিত ৫টি Chapter (অধ্যায়) / প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ শেষ হবার পর এই ৫টি প্রতিবেদন Compile (সংকলন) করে "Bangladesh: Third National Communication (TNC) to the UNFCCC" শীর্ষক একটি মূল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ২০১৭ সালে জাতিসংঘ জলবায়ু সচিবালয়ে পেশ করা হবে।

৮। প্রিপারেশন অব ফুল সাইজ প্রজেক্ট ডকুমেন্ট অন ইকো-সিস্টেম বেইজড এ্যাপ্রোচেস টু এডাপটেশন (ইবিএ) ইন দি ড্রাউট-প্রণ বারিন্দ ট্র্যাক্ট এন্ড হাওর ওয়েটল্যান্ড এ্যারিয়া" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।

Global Environment Facility (GEF) এর আওতায় Least Developed Countries Fund (LDCF) এর অর্থায়নে এবং United Nation Environment Programme (UNEP) এর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক " প্রিপারেশন অব ফুল সাইজ প্রজেক্ট ডকুমেন্ট অন ইকো-সিস্টেম বেইজড এ্যাপ্রোচেস টু এডাপটেশন (ইবিএ) ইন দি ড্রাউট-প্রণ বারিদ ট্র্যাক্ট এন্ড হাওর ওয়েটল্যান্ড এ্যারিয়া" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল নভেম্বর, ২০১৪ - মে, ২০১৫ পর্যন্ত এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৩.৯৬৪ লক্ষ টাকা (জিওবি ইন কাইন্ড ২৪.৩০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৯.৬৬৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলোঃ "Ecosystem Based Approaches to Adaptation (EBA) in the Drought Prone Barind Tract & Haor "Wetland" Area" শীর্ষক প্রকল্পের মূল প্রকল্প দলিল প্রণয়ন ও GEF-সচিবালয়ে Submission করা। উক্ত মূল প্রকল্পের উদ্দেশ্য হবে Ecosystem-based Approaches to Adaptation (EbA) অনুসরণ করে বরেন্দ্র ও হাওর এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ। প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলোঃ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, রাজশাহী এবং সিলেট-এ স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন কর্মশালায় প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণের মাধ্যমে "Ecosystem Based Approaches to Adaptation (EBA) in the Drought Prone Barind Tract & Haor "Wetland" Area বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি পুর্ণাঙ্গ প্রকল্প দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার চাহিদা মোতাবেক প্রকল্প দলিল জিইএফ এর চুড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে UNEP এর সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

৯। রিনিউয়াল অব ইনষ্টিটিউশনাল ষ্টেনদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওজোন ডিপ্লেটিং সাবস্টেন্সেস (ফেজ-৭) প্রকল্প।

পরিবেশ অধিদপ্তরে বাস্তবায়নাধীন রিনিউয়াল অব ইনষ্টিটিউশনাল ষ্টেনদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওজোন ডিপে- টিং সাবস্টেন্সেস (ফেজ-৭) প্রকল্পটি মোট টাকা ঃ ১২১.৭২ লক্ষ (জিওবি টাকা ২১.৬০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য টাকা ১০০.১১ লক্ষ) ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ -জুন, ২০১৬ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অর্থায়নকারী সংস্থা এম এল এফ/ইউএনডিপি। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত ওজোন সেলের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার জন্য এবং কান্ট্রি প্রোগ্রাম-এ বর্ণিত ওজোন ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী ও ব্যবহার পর্যায়ক্রমিক হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন এবং পরিচালনা করা। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়ন কার্যক্রম অক্ষুন্ন থাকবে।

প্রকল্পটির আওতায় মূল কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

- ২০১৩ ও ২০১৪ সালের ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানি ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে ডাটা প্রেরণ।
- ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ও ২০১৫ সালের আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস পালন করা।
- লাইসেন্স প্রথার আওতায় ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানি ও ব্যবহার মনিটরিং করা।
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও আন্তর্জাতিক ওজোন দিবসে ওজোনস্তর ক্ষয় ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম চালানো।
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।
- মন্ট্রিল প্রটোকল ও ওজোনস্তর ক্ষয়রোধ সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সভা, সম্মেলন ও কর্মশালায় যোগদান করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ২০১৩ সালের □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□) □□□□□□□□ □□□□□□□ ও □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ করা হয়েছে ;
- ২০১৩ সালের ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য ওজোন সচিবালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থায় □□□□ প্রেরণ করা হয়েছে;
- □□□□□□□ ও □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ প্রয়োজনীয় □□□□□□□ □□□□□□□ করা হয়েছে;
- মন্ট্রিল প্রটোকলের বিধি-বিধান মেনে □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ ৪৫টি প্রতিষ্ঠানকে □□□□□□□ করা হয়;
- HCFC-141b যুক্ত Pre-blended Polyol আমদানি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের মত বিনিময় সভা আয়োজন করা হয়;
- ২০১৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ করা হয়;
- ১টি স্টেকহোল্ডাদের □□□□□□□□ □□□□□□ করা হয়;
- ওডিএস সংক্রান্ত ৩টি দেশীয় ও ১টি আন্তর্জাতিক সভা ও কর্মশালায় যোগদান করা হয়; এবং
- □□□□□□-এর □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ HPMP Stage-I প্রকল্প □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ করা হয়েছে;

প্রকল্পের নির্ধারিত কার্যক্রম যথাযথভাবে চলছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় মন্ট্রিল প্রটোকল-এর বিধিবিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হযেছে এবং বাংলাদেশ প্রটোকলের বিধি-বিধানসমূহ পালনের Compliance-এ রয়েছে ।

চিত্র-২৫:আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস ২০১৪ উপলক্ষে সেমিনার আয়োজন।

চিত্র-২৬:আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস ২০১৪ উপলক্ষে পোস্টার ডিজাইন ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা।

খ) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডভূক্ত প্রকল্পঃ

১। গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন (ফেজ-১) প্রকল্পঃ

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নের গৃহীত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১০- মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয়-২১৮৩.১৩ লক্ষ টাকা । প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঃ গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে ঢাকা শহরের গুলশান, বারিধারা, ধানমন্ডি, মিন্টু রোড ও গণভবন, আজিমপুর সরকারী কলোনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ইস্কাটন, বেইলি রোড, সিদ্ধেশ্বরী, মতিঝিল, এলেনবাড়ী এবং চট্টগ্রাম শহরের খুলশী ও নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, আগ্রাবাদ, হালিশহর, মোহাম্মদ আলী রোডসহ এ দুই মহানগরীর অন্যান্য এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন । সুনিদিষ্টভাবে উদ্দেশ্যসমূহ হলো ঃ (১)ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর নির্বাচিত এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) সংক্রান্ত শ্রেয় ধারণা ও অনুশীলনের প্রসারণ; (২) কম্পোস্টিং-এর মাধ্যমে বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও পুনঃব্যবহার; (৩) প্রকল্প এলাকায় গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস; (৪)বর্জ্যের উৎসে পৃথকীকরণ (Source segregation) এবং পুণঃচক্রায়ণের সুফল সম্পর্কে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি; (৫)ভূমিভরাট (Landfill) এলাকায় বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস; (৬) সরকারী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ গ্রহণ; (৭) ঢাকা শহরের গুলশান, বারিধারা, ধানমন্ডি, মিন্টু রোড ও গণভবন, আজিমপুর সরকারী কলোনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ইস্কাটন, বেইলি রোড, সিদ্ধেশ্বরী, মতিঝিল, এলেনবাড়ী এবং চট্টগ্রাম শহরের খুলশী ও নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, আগ্রাবাদ, হালিশহর, মোহাম্মদ আলী রোডসহ এ দুই মহানগরীর অন্যান্য এলাকায় থ্রি-আর (বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ণ) উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ এবং পাইলট, প্রদর্শনী ও রোড-শো'র মাধ্যমে এ উদ্যোগ দেশব্যাপী বিস্তৃতকরণ; (৮) শহরে বসবাসকারী অবহেলিত গরীবদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা; (৯) প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনঃচক্রায়ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি; (১০) কম্পোষ্টিং বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন; (১১) আগ্রহী উৎপাদনকারী, ভোক্তা এবং পুনঃচক্রায়ণকারী কারখানাসমূহকে থ্রি-আর নীতিমালা, কর্ম-কৌশল ও উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা; (১২) ভূমিভরাট (Landfill) থেকে গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাস; (১৩)"শূন্য বর্জ্য অর্থনীতি"-তে উত্তরণের পথসন্ধান।

অর্জিত অগ্রগতিঃ (১) ৬০,০০০ পরিবারের মধ্যে তিন রঙের ১,৮০,০০০ ওয়েস্ট বিন বিতরণ; (২) ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে ০৬ (ছয়)টি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ট্রাক হস্তান্তর; (৩) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর নির্ধারিত এলাকায় ১,২১,০০০ সংখ্যক প্রচারপত্র বিতরণ; (৪)ওয়েস্ট বিন বিতরণের পূর্বে ও পরে ০৪ (চার)টি জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা; (৫) ১৬ (ষোল)টি ফোকাস গ্রুপ মিটিং এবং উপকারভোগী পরিবারের গৃহিনী/গৃহকর্ত্রীদেরকে থ্রি-আর নীতিমালা ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান; (৬) সহযোগী এনজিও সমূহ কর্তৃক বেইজ লাইন সার্ভেসহ উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে সমীক্ষা পরিচালনা; (৭) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর জন্য ০১ টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট এবং ০২টি ট্রান্সফার স্টেশন নির্মানের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

২। সমগ্র বাংলাদেশের শহরগুলোর (পৌরসভা/মিউনিসিপ্যালিটির) জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে "প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম" শীর্ষক প্রকল্পঃ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এই প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। ডেনমার্ক সরকার PIN প্রণয়ন PDD প্রণয়নে কারিগরী সহায়তা এবং জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং প্রদান করে। এছাড়া Project validation cost প্রদান করে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১০- ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয়-১৩৯১.৫৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঃ আবর্জনাকে সম্পদে পরিণত করা ও গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানো। সুনিদিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ ঃ (১) গ্রীন হাউজ গ্যাসর নিঃসরণ হ্রাস; (২) বাংলাদেশে থ্রিআর (আবর্জনা হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন) ধারণা বাস্তবায়ন করা; (৩) পুনঃচক্রায়ন থেকে সুবিধাসমূহ এবং উৎসে আবর্জনা পৃথকীকরণ সম্বন্ধে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; (৪) পরিচ্ছন্ন ও বসবাসযোগ্য শহর গড় তালা; (৫) আবর্জনাকে সম্পদে পরিণত করা এবং শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; (৬) Certified Emmision Reduction (CER)/ Verified Emmision Reduction (VER) বিক্রির মাধ্যমে রাজস্ব আয় করা; (৬) জৈব সার ব্যবহার করে মাটির গুনাগুন বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মূল কার্যাবলী: (১) বেইজলাইন জরিপ এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে প্রাপ্ত তথা/ সিদ্ধান্তসমুহের উপর ভিত্তি করে PIN এবং PDD প্রস্তুত করা; (২) বেইজলাইন সার্ভে/ জরীপ (আবর্জনা উৎপাদনের হার, আবর্জনার ভৌত ও রাসায়নিক ধরন নিরূপন)- ৬৪ জেলায়; (৩) থ্রিআর ধারনার বাস্তবায়ন সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ; (৪)আবর্জনা উৎপাদনের হার নিরূপনের জরিপ; (৫) আবর্জানার ভৌত ও রাসায়নিক ধরন নিরূপনের জরিপ; (৬)এনজিও/ সিবিও কর্তৃক আবর্জনা সংগ্রহ, পৃথকীকরণ এবং প্ল্যান্ট পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ; (৭)

প্রত্যেক শহর/ নগরের ল্যান্ডফিল সাইটের গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন জরিপ; (৮) কম্পোস্ট প্ল্যান্ট ও ল্যান্ডফিল সাইটের অবস্থানের জন্য গমনাগমন (traffic) জরিপ; (৯)কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ (৪টি)।

অর্জিত অগ্রগতি:

১) UNFCC তে প্রকল্পের POA-DD ও CPA-1 রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে;

২) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর পঞ্চবটি এলাকায় কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ চলমান রয়েছে;

চিত্র- ২৭ : প্রকল্পের অধীন নারায়নগঞ্জ সিটিকর্পোরেশনে নির্মতব্য কম্পেস্ট প্ল্যান্ট।

৩) ময়মনসিংহ পৌরসভা এর আকুয়া এলাকায় দৈনিক ১২ টন ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্ল্যান্ট অপারেটর নিয়োগপূর্বক চালু করার কার্যক্রম চলমান আছে।

চিত্র- ২৮ : ময়মনসিংহ পৌরসভার আকুয়া এলাকায় দৈনিক ১২ টন ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মাণের

৪) প্রশিক্ষণ মডিউল, ফ্লাইয়ার, ফোল্ডার তৈরী করা হয়েছে এবং প্রকাশিত হয়েছে;

৫) কক্সবাজার পৌরসভার রামু উপজেলায় কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়;

চিত্র-২৯ : পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কক্সবাজার পৌরসভার প্রস্তাবিত কম্পোস্ট প্ল্যান এলাকা পরিদর্শন করছেন।

৬) কক্সবাজার পৌরসভায় কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের লক্ষ্যে ড্রয়িং ও ডিজাইন প্রণয়ণ প্রক্রিয়াধীন;

৭) কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর পরিবর্তে রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে নির্ধারণ করা হয়েছে;

৮) সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার জন্য সিএনজি চালিত ট্রাক ও বিন ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

৯) কম্পোস্ট প্ল্যান্ট পরিচালনা, কম্পোস্ট সার উৎপাদন ও বিপননের লক্ষ্যে কম্পোস্ট প্ল্যান্ট অপারেটর নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

১০) পিন, পিডিডি ও প্রকল্পের Validation এর কাজ সম্পনপূর্বক UNFCCC কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

৩। কমিউনিটি বেইসড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়াস থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন অ্যান্ড সোশাল প্রটেকশন প্রজেক্ট (সিবিএ-ইসিএ প্রকল্প)

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কমিউনিটি বেইসড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়াস থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন অ্যান্ড সোশাল প্রটেকশন প্রজেক্ট (সিবিএ-ইসিএ প্রকল্প) ২০১০-২০১৫ সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প এলাকা ছিল সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA/ইসিএ)। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮৫৫.০৩ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউএনডিপি ও রাজকীয় নেদারল্যান্ড দূতাবাস প্রকল্পে অর্থায়ন করে। ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থের পরিমাণ ১৯৫৭.৮৭ লক্ষ টাকা এবং ইউএনডিপি ও নেদারল্যান্ড দূতাবাসের অর্থের পরিমাণ ১৮৯৭.১৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: (১) প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ; (২) পরিবেশবান্ধব বিকল্প আয়মূলক কর্মসংস্থান কার্যক্রম জোরদারকরণ; (৩) জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অভিযোজন কার্যক্রম প্রচলন এবং প্রশমন কার্যক্রম গ্রহণ; (৪) প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো জোরদারকরণ; (৫) প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ-তে এলাকার জনগণকে সংগঠিত করে ৬৮টি গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group, VCG) গঠন এবং সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধন করা হয়েছে। প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)-এর প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত গ্রাম সংরক্ষণ দলের দপ্তর হিসেবে, দলের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমসহ এলাকার সমামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে হাকালুকি হাওর ও কক্সবাজারে ১০টি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রে সপ্তাহে একটি দিন নির্ধারিত থাকবে এলাকার নারীদের জন্য যেদিন কেবলমাত্র নারীরাই তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার জন্য কেন্দ্রটি ব্যবহার করবেন। প্রতিটি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্রে একটি জীববৈচিত্র্য মিউজিয়ামও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

চিত্র-৩০ : প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, যুধিষ্টিপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

চিত্র-৩১ : কক্সবাজারের নুনিয়ারছড়া প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্রের জীববৈচিত্র্য মিউজিয়ামে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল

হাকালুকি হাওর ও কক্সবাজারের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় পাহারার জন্য এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য পরিবেশ টাওয়ার নামে পরিচিতিপ্রাপ্ত ৪টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র-৩২ : প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র পরিবেশ টাওয়ার, নুনিয়ারছড়া, কক্সবাজার

চিত্র- ৩৩ : কক্সবাজারের নুনিয়ারছড়া পরিবেশ টাওয়ারে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

প্রকল্প এলাকা কক্সবাজার ও হাকালুকি হাওরে সৌর শক্তিচালিত সেচ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৫টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমনে স্থানীয় কৃষকদের সেচ সুবিধায় সৌর শক্তিৎচালিত সেচপাম্প কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

চিত্র- ৩৪ : সৌর শক্তিচালিত সেচ পাম্প, মামুনপাড়া, কক্সবাজার

চিত্র- ৩৫ : সৌর শক্তিচালিত সেচ পাম্প, ছালিয়া কাজিরবন্দ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার

হাকালুকি হাওরে বিল-খাল পুনঃখননের মাধ্যমে প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও মৎস সম্পাদসহ জলজ সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০টি জলাভূমির অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অভায়শ্রমগুলো হাকালুকি হাওরের জীববৈচিত্র্য ও মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

চিত্র- ৩৬ : হাকালুকি হাওরের মইয়াজুড়ি বিলে স্থাপিত জলাভূমির অভয়াশ্রম

প্রবল ঢেউয়ের আঘাত থেকে হাওর এলাকার বসতবাড়ি ও সম্পদ রক্ষার জন্য হাকালুকি হাওরে ১০টি সাবমার্জিবল বাঁধ ও বাঁধ বরাবর সবুজবেষ্টনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা সমস্যা কবলিত কক্সবাজার সদর উপজেলার নুনিয়ারছড়ায় এবং টেকনাফ উপজেলার শাহপরীর দ্বীপ পশ্চিমপাড়ায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ২টি সৌর শক্তিৎচালিত লবণমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ প্লান্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র- ৩৭ : সৌর শক্তিৎচালিত লবণমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ প্লান্ট, নুনিয়ারছড়া, কক্সবাজার

চিত্র- ৩৮ : কক্সবাজারের নুনিয়ারছড়ায় সৌর শক্তিৎচালিত লবণমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ প্লান্ট উদ্বোধন করছেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল

কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার সোনাদিয়া দ্বীপ, কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকূল রাস্তারপাড়া এবং টেকনাফ এলাকায় ম্যানগোভ বন (প্যারাবন) সৃজন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। কক্সবাজার সদর উপজেলার নুনিয়ারছড়ায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সৃজিত এবং সংরক্ষিত প্রায় ৪০০ একর আয়তনের ম্যানগ্রোভ বন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে জানমাল রক্ষায় এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই বন মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীর নার্সারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে, অনেক জলজ প্রাণীর আবাস্থল ও বন্যপ্রাণী এবং স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখির নিরাপদ আবাস।

চিত্র- ৩৯: নুনিয়ারছড়া ম্যানগ্রোভ বন, কক্সবাজার

হাকালুকি হাওরে ৫০০ হেক্টর জলজ বন সংরক্ষণ এবং ১০ হেক্টর জলজ সৃজনের মাধ্যমে হাওরের প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। জলজ বন হাওরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই বন মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীর নার্সারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে, বর্ষা মৌসুমে জলজ প্রাণীর আবাস্থল ও শুষ্ক মৌসুমে বন্যপ্রাণী এবং স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখির নিরাপদ আবাস। এই বন পরিবেশবান্ধব পর্যটনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

চিত্র- ৪০ : হাকালুকি হাওরে জলজ বন সৃজন

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়মূলক কার্যক্রমের জন্য ৬৮টি গ্রাম সংরক্ষণ দলকে ৬৮ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র মূলধন অনুদান (Micro Capital Grant, MCG) প্রদান করা হয়েছে। এ-ছাড়া ১৮৪ জনকে বিকল্প আয়মূলক কাজের জন্য প্রকল্প হতে সরাসরি উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র- ৪১ : কক্সবাজারে গ্রাম সংরক্ষণ দলের সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র মূলধন অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল

এ-ছাড়া সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্যক্রম:

(ক) সামুদ্রিক কাছিম সংরক্ষণ; (খ) আবাসস্থল সংরক্ষণের মাধ্যমে পাখি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ; (গ) প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার জনগণের মাঝে জ্বালানি সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব উন্নত বিতরণ; (ঘ) বৃক্ষরোপণ; (ঙ) বালিয়াড়ি সংরক্ষণ; (চ) প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার জনগণের বসতবাড়িতে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন; (ছ) প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার জনগণকে পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত অভিযোজন ও প্রশমনে সচেতন করে তোলা

৪। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় গবেষণাগারের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নের পরিচালিত উল্লিখিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১১- ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয়- ১৪৩২.৪৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের লক্ষ্যঃ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের গবেষণাগারটি সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। এ গবেষণাগারটি সম্প্রসারণ করা হলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ ছাড়াও, সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ, আন্তঃমহাদেশীয় পানির গুনগত মান পরিবীক্ষণ, পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা পরিবীক্ষণ, মাটির গুনাগুন পরিবীক্ষণ, খাদ্য দূষণ পরিবীক্ষণ, বিভিন্ন সামুদ্রিক ও স্বাদু পানির মাছে পরিবেশগত দূষণ সম্পর্কিত প্রভাব পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা ছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্তমান এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ও জোরদার করা যাবে। এই ফান্ডের আওতায় প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের গবেষণাগারটি সম্প্রসারণ করা হলে তা পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্তমান চলমান কার্যক্রমকে বেগবান করার পাশাপশি জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ইস্যুগুলির বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অবদান রাখতে সহায়তা করবে

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলোঃ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় গবেষণাগারের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা। উন্নত বিশ্বের ভোগবাদী জীবনযাপনের কারণে গ্রীন হাউজ গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। একারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পৃথিবীর হাজার বছরের জমানো বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবর্তন হচ্ছে জলবায়ুর পরিচিত রূপ। জলবায়ুর এই পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ দায়ী নয়। কিন্তু এর বিরূপ প্রভাবের মুখোমুখি বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রথমেই জানা প্রয়োজন জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা, অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের ওপর কি পরিমাণ প্রভাব পড়ছে বা পরিবেশের পরিবর্তন হচ্ছে। এলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিসের গবেষণাগারের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব উপকূলীয় এলাকায় বেশী মাত্রায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উদ্দেশ্যসমূহ ঃ (১) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব পরিবীক্ষন কার্যক্রম জোরদারকরণ; (২) সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ; (৩) আন্তঃদেশীয় পানির গুনাগুন পরিবীক্ষণ; (৪) বায়ুর মানমাত্রা পরিবীক্ষণ; (৫) মাটির গুনাগুন পরিবীক্ষণ; (৬) খাদ্য দূষণ পরিবীক্ষণ; (৭) চিংড়ির গুনগত মান পরিবীক্ষণ।

অর্জিত সাফল্যঃ পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় গবেষণাগারের জন্য বিদ্যমান ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ট তলা নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২। বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন নির্মাণ, গভীর নলকূপ স্থাপন ও ভবনের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া ভবনের অভ্যান্ড়রীন বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং, ১৫০ কেভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র স্থাপন গবেষণাগারে এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ার সরবরাহ ও স্থাপন , ৭.৫ অশ্ব শক্তির সাব-মারসিবল পাম্প , মটর সেট সরবরাহ ও স্থাপন, ৬ স্টপ বিশিষ্ট ক্যাপসুল লিফট সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে Specification প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫। জলাবদ্ধতা নিরসন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পলিথিনজাত মোড়ক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নের পরিচালিত উল্লিখিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল নভেম্বর ২০১৩- অক্টোবর ২০১৬(সংশোধিত প্রস্তাবিত) পর্যন্ত এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয়- ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলোঃ ব্যবহৃত পলিথিনজাত মোড়কের (যে গুলো নিষিদ্ধ নয়) সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করা, বিশেষ করে অতিবৃষ্টি জনিত জলাবদ্ধতার সম্ভাবনা হ্রাস করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে: ক) পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা; খ) পলিথিনজাত মোড়ককে পুন:চক্রায়ন প্রক্রিয়ায় আনা। বিগত ১৬/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডেও ৩৪তম সভায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "জলাবদ্ধতা নিরসন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় পলিথিনজাত মোড়ক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের পূর্নবিন্যাসকৃত সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্প দলিলটি চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টে পুনঃ প্রেরণ করার জন্য ২২/০৪/২০১৫খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার